NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ওয়াকফ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ভাঙড়, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরে ধৃত ৯

বাংলার সীমান্তে 'সিরিয়া' তৈরি হচ্ছে: দিলীপ ঘোষ ৩

কলকাতা ১৬ এপ্রিল ২০২৫ ২ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.04.2025, Vol.18, Issue No. 304, 8 Pages, Price 3.00

কুলতলিতে শিক্ষকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পয়লা বৈশাখের সকালে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল কুলতলি থানা এলাকার মেরিগঞ্জ দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলবেরিয়া গ্রামের স্কুল শিক্ষক প্রণব পতিত নাঁইয়ার পরিবারের ছবিটা। মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ। উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোটও। প্রণব পতিত নাঁইয়া পড়াতেন জয়নগরের টিএস সাতন হাইস্কুলে। প্রণবের পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, সবকিছু ঠিকঠাক ছিল একদিন আগেও। সবটাই বদলে গেল নববর্ষের প্রথম দিনেই।

সূত্রের খবর, ২০১২ সালে চাকরি পেয়েছিলেন প্রণব। এখনও বিয়ে করেননি। নতুন বাড়িও হচ্ছিল। তারমধ্যেই আচমকা এ ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। শোকের ছায়া এলাকায়। প্রিয় শিক্ষককে হারিয়ে শোকে কাতর পড়ুয়ারাও। সূত্রের খবর, প্রণবের ঘর থেকে যে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে তাতে যদিও লেখা রয়েছে, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' তাহলে কী কারণে আত্মহত্যা তা নিয়েতৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

সোনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আদালতে চার্জশিট দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই প্রথম বার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। বিশেষ আদালতে মামলার শুনানি হবে ২৫ এপ্রিল। চার্জশিটে নাম রয়েছে কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবের। শনিবার এই ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া এবং রাহুলের ৬৬১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে ইডি। টাকা তছরুপের মামলায় মঙ্গলবাই জেরা করা হয় সোনিয়ার জামাই রবার্ট বঢরাকে। তার কয়েক ঘণ্টা পরে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া এবং সাংসদ রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল ইডি।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

মুর্শিদাবাদকাণ্ডের তদন্তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে সংশোধিত ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলন ঘিরে হিংসা এবং মৃত্যুর ঘটনা খতিয়ে দেখতে পাঠানো হচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদল। গত শুক্রবারের হিংসাপর্বের সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছে, কমিশনের প্রতিনিধিরা সে বিষয়েও অনুসন্ধান করবেন। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, এই সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিনিধিদল চলে আসতে পারে। 'প্রকাশ কলিঙ্গ রাইটস্ ফোরাম' নামে ওডিশার একটি মানবাধিকার সংগঠনের অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশনের প্রতিনিধি দল আসছে মুর্শিদাবাদে। কমিশনের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (আইন) ব্রিজবীর সিং মঙ্গলবার সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল (তদন্ত)-কে চিঠি লিখে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

নতুনের আবাহনে...

মঙ্গলবার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে নতুন বছরের হালখাতা শুরু করার পালা।

মুর্শিদাবাদের ওয়াকফ হিংসা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ যোগীর

লখনউ, ১৫ এপ্রিল: ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছে মুর্শিদাবাদ। প্রভাব পড়েছে মালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এবার সেই হিংসা নিয়ে মুখ খুললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর কথায়, দাঙ্গাবাজদের একটাই দাওয়াই লাঠি। যারা অশান্তি ছড়াচ্ছে তারা হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। ভয় দেখাচ্ছে। তারপরেও তাদের শান্তির দূত বলছে রাজ্য সরকার, এমনই কটাক্ষ যোগীর।

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন চলছে। হিংসাত্মক হয়েছে সেই বিক্ষোভ। প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। এ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'বাংলা জ্বলছে। দাঙ্গাবাজদের একটাই দাওয়াই ডান্ডা।' একথা বলতে গিয়ে হিন্দি প্রবাদ তুলে যোগী বলেন, 'লাথো কা ভূত বাতো সে কাঁহা মাননেওয়ালা হ্যায়।' তাঁর অভিযোগ, 'ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তারা দাঙ্গাবাজদের স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে। এই নৈরাজ্য বন্ধ হওয়া উচিৎ। যারা হিংসা ছড়াচ্ছে, তাদেরই শান্তির দূত বলে আখ্যা দিচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।' মুর্শিদাবাদের অশান্তি নিয়ে ইন্ডিয়া জোটসঙ্গী কংগ্রেস এবং সমাজবাদি পার্টি চুপ কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন যোগী। বাংলাদেশের অশান্তি নিয়েও মুখ খোলেন আদিত্যনাথ। বলেন, 'তারা হুমকির পর হুমকি দিচ্ছে। ওরা (কংগ্রেস এবং সমাজবাদি পার্টি) নির্লজ্জভাবে বাংলাদেশের অশান্তিকে সমর্থন করে গিয়েছে। বাংলাদেশকে যদি এতই পছন্দ করেন, তাহলে ওখানেই চলে যান না। ভারতের বোঝা বাড়াচ্ছেন কেন?'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার আবেদন করেছেন, 'গুজবে কান দেবেন না। শান্তি বজায় রাখুন।' তবে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে। চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি। এমন পরিস্থিতিতে উর্দিধারীদের কড়া অবস্থান নেওয়ার পরামর্শ দিলেন যোগী। তবে ওয়াকফ অশান্তির আঁচ শুধু বাংলায় নয়, বিজেপিশাসিত ত্রিপুরা, অসম, উত্তরপ্রদেশেও হিংসা হয়েছে।

হিংসা ছড়িয়েছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরাই!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইন নিয়ে অশান্তির আবহে মুর্শিদাবাদে হিংসা ছড়িয়েছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। বিস্ফোরক এই তথ্য উঠে এল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রাথমিক তদন্তে। এমনটাই সূত্রের দাবি। হিংসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বাংলার পুলিশ, ওই রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। যদিও সরকারিভাবে এই রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রের তরফে কিছু বলা হয়নি।

ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদের নামে গুন্ডামি শুরু হয় মুর্শিদাবাদে। অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। অশান্তির মুর্শিদাবাদে হিংসার বলি হন তিনজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শুক্রবার রাত থেকে নেমেছে বিএসএফ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শনিবার রাত থেকে আধা সেনাও নামানো হয়। লাগাতার অশান্তির জেরে একাধিক গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে বহু পরিবার। তাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। ঘরহারা পরিবারগুলি আশ্রয় নিয়েছে পড়শি জেলা মালদহের বৈষ্ণবনগরের বিভিন্ন স্কুলে।

ওয়াকফ: আজ মৌলবী ইমামদের সঙ্গে বৈঠক মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা করতে আজ মৌলবী, ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, যা ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়েছে প্রবল উত্তেজনা ও প্রতিবাদ। এই প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ইমাম, মৌলবী, মোয়াজ্জেম এবং বিশিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা। বৈঠকে থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও।

বৈঠকে মূলত ওয়াকফ সংশোধনী আইন ঘিরে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। ফিরহাদ হাকিম ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, 'বাংলায় ওয়াকফ আইন কার্যকর হবে না। এই বিলের মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু বাংলা সর্বধর্মের মিলনের ভূমি, এখানে কোনও বিশৃঙ্খলার স্থান নেই।'

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়ে আজ নবান্নে প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধু পর্যটনকেন্দ্র নয়, দিঘাকে এ বার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবেও গড়ে তুলতে চাইছে রাজ্য সরকার। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই, ৩০ এপ্রিল দিঘায় উদ্বোধন হবে জগন্নাথ মন্দিরের। সেই উপলক্ষে বুধবার নবান্নে জরুরি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ শীর্ষ পদস্থ আমলারা। বৈঠকে যোগ দেবেন পুলিশ এবং পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা। থাকবেন ইসকনের প্রতিনিধিরাও। দিঘার ওই মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে ইসকনের হাতে। মন্দির উদ্বোধনের দিনে কোন দপ্তরের কী দায়িত্ব থাকবে, তারই রূপরেখা বুধবারের বৈঠকে তৈরি হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্দির উদ্বোধনের পরেই তার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে ইসকনের হাতে। বুধবারের বৈঠকে তাই ইসকনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। দিঘায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে মন্দির। সেই মন্দির নির্মাণ করেছে হিডকো। সূত্রের খবর, বুধবারের বৈঠকে হিডকোর কর্তাদেরও উপস্থিত থাকার কথা। অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দির উদ্বোধনের প্রায় ২০ দিন আগে থেকে দিঘা শহরে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ২৯ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত টোটো চলাচলও বন্ধ থাকবে দিঘার ভিতরে। এই পরিস্থিতিতে পর্যটকেরা কী ভাবে যাতায়াত করবেন, তা নিয়েও আলোচনা হবে বুধবারের বৈঠকে।

স্বরচিত নতুন গানে পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা মমতার

শুভকামনা জানালেন মোদিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা নতুন বছরে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় থাকুক। সকলের ঘরে ঘরে আলো নিয়ে আসুক নববর্ষ। নিজের লেখা ও সুর করা গানে এভাবেই রাজ্যবাসীকে পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

এই বিশেষ দিনে বাঙালিকে পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। বাংলায় তিনি লিখেছেন, 'পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা। আশা করি, এবছর আপনাদের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। আমি সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।' বাংলা নববর্ষ ছাড়াও এই দিন বিভিন্ন রাজ্যের ক্যালেন্ডারে নতুন বছর পড়েছে। অসম, তামিলনাড়ু, কেরলে নববর্ষ উপলক্ষে সেসব রাজ্যের বাসিন্দাদেরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এই দিনটি শুধু বাংলা নতুন বছরের শুরুই নয়, পয়লা বৈশাখে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'ও পালন করা হয়। সোশাল মিডিয়ায় এই বিশেষ দিনটি নিয়েও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা দিবস'-এর শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি সদ্যপ্রয়াত বাংলার সঙ্গীতকার প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে লিখেছেন, 'আমি বাংলায় গান গাই'।

'আঁধার ঘুচিয়ে দাও নতুন ভোরে/ নতুন বছর এসো মিষ্টি করে', ১৪৩২ সালের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা সঙ্গীত এভাবেই শুরু হয়। নতুন বছরে নতুন গান লিখে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায় ও সুরে গানটি গেয়েছেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে ভালো রাখার, সকলকে নিয়ে ভালো থাকার বার্তা রয়েছে গানজুড়ে। যা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশেষত রাজ্যের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির আবহে।

'পশ্চিমবঙ্গ জ্বলছে আর আপনি নিরো...'

মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'রোম যখন পুড়ছিল, সম্রাট নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন';নিরো-উপমা টেনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে যখন সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনে পুড়ছে একাধিক জেলা, তখন মুখ্যমন্ত্রী গান গাইছেন;এটিকে বিদ্রুপাত্মক সুরে তুলোধোনা করলেন বিরোধী দলনেতা। সোমবার এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে এক বিস্ফোরক পোস্টে তিনি কটাক্ষ করেন।

'রাজ্যে যখন সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন জ্বলছে, আপনিও গান গাইবেন সেটাই স্বাভাবিক... তবে গানের সুরটা বেসুরো হয়ে গেলো!' শুভেন্দুর ভাষায়, শুধু সুর বেসুরো নয়, মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে রাজ্যজুড়ে পুড়ছে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। অথচ মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত লোকদেখানো সংস্কৃতি-চর্চায়।

এরপর আরও তীব্রভাবে বলেন, 'নাগরিকদের 'শুভনন্দন' জানানোর আগে যে সকল 'বরাহ-নন্দন' দাঙ্গা করছে, সরকারি সম্পত্তি পোড়াচ্ছে, খুন করছে;তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিলে, তবেই রাজ্যের মানুষ নিজেদের সুরক্ষিত মনে করত।' সরাসরি দাঙ্গাকারীদের রুখতে প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেন তিনি। 'বরাহ-নন্দন' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে শুভেন্দু যেন স্পষ্ট করে দিতে চাইলেন;এই দুষ্কৃতীদের তিনি মানুষ বলতেই রাজি নন।

এরপর দুয়ের পাতায়

ভুয়ো পাসপোর্ট মামলা

শহরে ইডি তল্লাশিতে গ্রেপ্তার অন্যতম পাণ্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম পাণ্ডা গ্রেপ্তার নদিয়ার গেদে সীমান্ত এলাকায়। বাংলা নববর্ষের দিন গেদে এলাকায় হানা দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)। দিনভর জেরার পর গ্রেপ্তার করা হল অলোক নাথ নামে ওই ব্যক্তিকে। তার মাধ্যমে তৈরি হওয়া জাল পাসপোর্ট বাংলাদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছে যেত। সেই কথা প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। জাল পাসপোর্ট মামলার তদন্তে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন থেকেই সক্রিয় হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। মঙ্গলবার সাতসকালে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে পুরোদমে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান।

গত বছরের শেষে ভুয়ো নথি দাখিল করে পাসপোর্ট তৈরির বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রাথমিক ভাবে পাসপোর্ট তৈরির একটি চক্রের কথা জানতে পারে কলকাতা পুলিশ। একে একে গ্রেপ্তার হন দশ জন। তাঁদের মধ্যে এক জন প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক এবং ডাক বিভাগের দু'জন কর্মীও রয়েছেন। এর পরেই জানা যায়, রাজ্য জুড়ে এই চক্রের উপস্থিতি রয়েছে। গত মাসে ওই মামলায় চার্জশিট জমা দেয় ভবানীপুর পুলিশ। তাতেই বলা হয়, ওই চক্রের সঙ্গে জড়িত মোট অভিযুক্তের সংখ্যা ১৩০ জন। এর মধ্যে ১২০ জনই বাংলাদেশি নাগরিক, যাঁরা নথি জাল করে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েক জনের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিসও জারি করেছিল কলকাতা পুলিশ। পরে ওই মামলায় তদন্ত শুরু করে ইডি। সেই তদন্তেই এ বার আরও সক্রিয় হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন তাঁদের আধিকারিকেরা।

গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর থানায় প্রথম জাল পাসপোর্টের অভিযোগটি দায়ের হয়েছিল। অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছিল মোট ৩৭ জনের নাম। এই চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ভুয়ো নথি জমা দিয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করাতেন তাঁরা। এর পরেই বিশেষ দল গঠন করে শুরু হয় তদন্ত। দফায় দফায় গ্রেপ্তার করা হয় রিপন বিশ্বাস, দীপক মণ্ডল, সমরেশ বিশ্বাস ও দীপঙ্কর দাস- সহ ১০ জনকে। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে কম্পিউটার, ব্যাঙ্কের জাল নথি, প্রায় ৩৬টি পাসপোর্টের প্রতিলিপি, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা। অভিযুক্তদের জেরার পর পুলিশ জানতে পারে, ভুয়ো নথি কারবারের মূলচক্রী দীপঙ্কর। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত চালিয়ে ১৩০ অভিযুক্তের তথ্য হাতে আসে পুলিশের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

গত 24/03/25 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 2310 নং এফিডেভিট বলে আমি Lakshmi Narayan Pal S/o. Mrityunjay Pal R/o. Roy Bazar Sarat Sarani, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Lakshmi Narayan Pal ও Lakshikanta Pal S/o. Mrityunjay Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION

I, RAMNARESH THAKUR S/O Late Yadu Thakur residing at 104, M.N.K. Road North, P.O. - Alam Bazar, P.S. - Baranagar, Dist - North 24 Parganas, Kolkata - 700035 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. J.M. at Barrackpore dated 13.09.2024 that my actual and correct name is RAMNARESH THAKUR and it is recorded in my Annual Secondary School Education Admit card issued by Bihar School Examination Board but in my Aadhar Card, my name has been recorded as MAHENDRA PRASAD SHARMA and where I worked as an employee, my name has been recorded as MAHENDRA PRASAD THAKUR in the ID card E.B. No. 08203 and E.S.I. No. 3066400. RAMNARESH THAKUR, MAHENDRA PRASAD SHARMA and MAHENDRA PRASAD THAKUR is the same and one identical person.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমি, জামশেদ আলম, পিতা আনিস আলম, সাকিন : টি-১, ২৩এ, ফ্লোরা ফাউন্টেন, ৪৫, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা : ৭০০০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ভবানীপুর গুজরাতি এডুকেশন সোসাইটি স্কুল, কলকাতার একজন প্রাক্তন ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগে ২০০৯ সালে উত্তীর্ণ হই। ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশনস এর জন্য কাউন্সিলের পক্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়, যার রেজিস্ট্রেশন নং বি/ডব্লুবি১৬০/২১৩/০৯। সংশ্লিষ্ট উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট অনবধানতাবশত হারিয়ে গিয়েছে/স্থানান্তরিত হয়েছে এবং যথেষ্ট খোঁজার পরও পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আইনি এবং প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ঘোষণা করার জন্য প্রকাশ্য করা হল। কোনও ব্যক্তি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১৫ এপ্রিল ২০২৫ স্বা/-
স্থান : কলকাতা জামশেদ আলম

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD. ADDITIONAL DISTRICT JUDGE AT NABADWIP.
T.A. NO. 13/2023

Appellant/Paintiff: Smt. Anjali Ghosh W/o. Biswanath Ghosh at Nidaya, P.O. Nidaya, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia.

-Vs-

Respondant/Defendant: 1. Ajit Sk, S/o. Suk chand Sk **2. Suk Chand Sk**, S/o. Malek Sk **3. Akbar Sk,** S/o. Pakhi Sk **4. Bahar Sk**, S/o. Alek Sk, all are resident of Vill. Nidaya, (Purba Muslim Para), P.O. Nidaya, P.S. Nabawip, Dist. Nadia. **5. Kadambini Saha** W/o. Durga Charan Saha. **6. Sumita Bala Sarkar** W/o. Pronanath Sarkar, All are Rudra Para, P.O. Nidaya, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia. **7. The Block Land & Land Reform Officer of Maheshganj**, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia.

It is hereby informed that one **Anjali Ghosh** filed a **Title Appeal being No. 13/23** against the above named Respondant but summon can not be served upon Respondant No. 5 & 6 mentioned above. As such if they are interested to contest the above numbered suit then they have to appear before the Court within 30 days from the date of publication of this notice otherwise appeal will be heard expartee against them.

By order of Court
Pratim Chowdhury (Bench Clerk)
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia, 03/04/2025

আমমোক্তার নামা

১) অরুণা ঘোষাল, তাঁর স্বামী হলেন স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ঘোষাল, ২) স্বর্ণ চক্রবর্তী, ৩) মমতা ব্যানার্জী, ৪) স্বপ্ন মুখার্জি, ৫) মীদূলা ব্যানার্জি, ইহাদের সকলের পিতার নাম-বিশ্বনাথ ঘোষাল, ঠিকানা- বালীগোড়ী, পোস্ট- বালীগোড়ী ব্যক্তিগণ ইংরেজি ০৫.০৩.২০২৪ তারিখে তারকেশ্বর এ্যাঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি ১নং বহির ৭৬৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে চন্দন ঘোষালকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। ইহাদের স্বামী ও পিতা ওয়ারিশ রেকর্ড অনুযায়ী ৬৭১ দাগে ভুক্ত রইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও রূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার এক(১) মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা ও অ্যাডিসনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি-তারকেশ্বর সামিল মৌজা-বালীগোড়ী, জে.এল. নং-৫৩, হাল দাগ ৬৭১ শুনা জমি ১ আনায় ৯৩ শতক সম্পত্তি।

হিমাদ্রী চক্রবর্তী
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মোকাম নবদ্বীপ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন আদালত,
মিস সাকসেশন কেস নং ৬/২০২২

দরখাস্তকারীনী : মালতী দে, স্বামী-মৃত কার্তিক দে, গ্রাম-কাঁড়ালিয়া, পো:- বালিয়াডাঙা, ফরিদপুর, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-নদিয়া।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র আদালতে স্বর্গীয় **কার্তিক দে** পিতা- ৺ বিনোদ বিহারী দে গ্রাম-কাঁড়ালিয়া, পো:- বালিয়াডাঙা, ফরিদপুর, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা-নদিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নবদ্বীপ ব্রাঞ্চে গচ্ছিত অর্থ যাহার অ্যাকাউন্ট নং ৩৩৪৮৩৫০১০১৪ পরিমান ৮০৯২৫.১৪ টাকা উক্ত অর্থের উত্তরাধিকারীগনের পক্ষে দরখাস্তকারীনী গত ইং ৩১.০৮.২২ তারিখে অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা একতরফা নিষ্পত্তি হইবে।

আদেশানুসারে
পার্থ অধিকারী (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) আদালত,
তাং- ২১.০৩.২০২৫ নবদ্বীপ, নদীয়া

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী সঞ্জয় বাইন, পিতা- অরবিন্দু বাইন, সাং- উত্তর এনায়েৎপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ থানার অধীন কে.বি.এম. নিবাসী মৃত যতীন্দ্র মোহন দত্তের পুত্র বিপুল পদ দত্ত ওরফে বিপুল দত্তের নিকট হইতে বিগত ইংরাজি ২২/০৫/২০১৮ তারিখে কল্যাণী এ.ডি. এস. আর অফিসের ০৪ নম্বর বহির ১২৯ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে খরিদ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি কল্যাণী এ.ডি.এস.আর. অফিসের ১৬/১১/২০১৮ তারিখের ৫২২২ নং দলিল এবং ১৭/০৭/২০১৯ তারিখের ২৯৬৮ নং দলিল মূলে ০২ কাঠা জমি জেলা উত্তর ২৪ পরগণা থানা জগদ্দল নিবাসী গোপাল রায়ের পুত্র গৌরাঙ্গ রায় এবং গৌরাঙ্গ রায়ের স্ত্রী শিপ্রা রায় কে বিক্রয় করিয়াছি। তৎপর অত্র সম্পত্তি গৌরাঙ্গ রায় এবং শিপ্রা রায় এর নিকট হইতে কল্যাণী এ. ডি. এস. আর. অফিসের ০৫/০২/২০২৫ তারিখের ৫৮৪ নং দলিল দলিল মূলে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত, চাকদহ থানার অধীন পালপারা নিবাসী সাধন ঘোষের স্ত্রী পূর্ণিমা ঘোষ খরিদ করেন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করাইলে বা উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

- তপশীল সম্পত্তির পরিচয় -

জেলা নদীয়া, থানা- চাকদহ, মৌজা- ১১৪ নং, এক্তারপুর। **খতিয়ান নম্বর**- এল আর ১২৬, **দাগ নম্বর**- এল আর ৫৭৪, **জমির পরিমাপ**- ৩.৩০ শতক

PRASUN MUKHOPADHYAY
Advocate
Kalyani Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী সাধন ঘোষ, পিতা- রাজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, সাং- রথতলা, পোষ্ট ও থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ১৬/০৮/২০১৯ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর. অফিসের ৩৪২০ নং দলিল মূলে খরিদ করিয়াছি। উক্ত দলিলের দাতা সঞ্জীবন মিত্র, পিতা- সুভাষ কুমার মিত্র, সাং- পূর্বাচল, হালিশহর, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা বিগত ইংরাজি ৩০/০৭/২০১৯ তারিখে এ.আর.এ - ৩, কোলকাতা অফিসের ০৪ নম্বর বহির ২৮১৯ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। উক্ত আমমোক্তার দাতা ১। অসীম চক্রবর্ত্তী, পিতা- নিতাই চক্রবর্ত্তী, সাং- ১৩/১, পি.সি. দত্ত রোড, ২। বিশ্বজিৎ মন্ডল, পিতা - মধুসূদন মন্ডল, সাং- ৪৩৫/এ, সিরাজ মন্ডল রোড, ৩। স্বপন বিশ্বাস, পিতা - সুধাকর বিশ্বাস, সাং ১১৮, রমেশ গোস্বামী রোড, ৪। মনোরঞ্জন -সা, পিতা- অভয়নন্দ -সা, সাং- ১০৬, ঘটক রোড, ৫। নরেন্দ্র কুমার সিং, পিতা- সুখদেব সিং, সাং- ৪৩, নলিনী বসু রোড, সকলের থানা - বীজপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করাইলে বা উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

- তপশীল সম্পত্তির পরিচয় -

জেলা- নদীয়া, থানা- কল্যাণী, মৌজা- ৬০ নং, কৃষ্ণদেব বাটী। **খতিয়ান নম্বর**- এল. আর. ৬৮০, **দাগ নম্বর**- এল.আর. ৩৪, **জমির পরিমাপ**- ৪.৯৫ শতক, শ্রেণী- আউশ।

PRASUN MUKHOPADHYAY
Advocate
Kalyani Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, হারু মন্ডল, পিতা- গৌড় মন্ডল, সাং - বি-১৩/১৩৮, কল্যাণী, পোষ্ট ও থানা- কল্যাণী, জেলা - নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা আমি বিগত ইংরাজি ১৬/০৫/২০০৬ তারিখে কল্যাণী এ.ডি.এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪ নম্বর বহির ৭৯ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হই। উক্ত দলিলের আমমোক্তার দাতা প্রদ্যুত কুমার মন্ডল, পিতা পরেশ চন্দ্র মন্ডল, সাং- গ্রাম কাঁচরাপাড়া, রথতলা, পোষ্ট ও থানা - কল্যাণী, জেলা নদীয়া। উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত, বীজপুর থানার অধীন রাণী রাসমনী ঘাট নিবাসী দীপক জলোদাস এর স্ত্রী রীনা জলোদাস - এর নিকট ০২.৮৬ শতক জমি বিক্রয় করিয়াছি। তৎপর উক্ত রীনা জলোদাস বিগত ইংরাজি ০৫/০২/২০২৪ তারিখে কল্যাণী এ.ডি. এস.আর. অফিসের ৭৫৩ নং দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ১৩/১ - বি পেমেন্টেল স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, এইচ.ও. পোষ্ট ও থানা- পার্ক স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০০ ১৬ নিবাসী দিল বাহাদুর -এর স্ত্রী সুশীলা শর্মার নিকট বিক্রয় করেন। এবং আমি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইংরাজি ২৩/০৫/২০০৬ তারিখে অত্র অফিসের ২৪৯৯ নং দলিল মূলে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত, বীজপুর থানার অধীন কাঁচরাপাড়া কালিনগর রোড নিবাসী হারু ঘোষের স্ত্রী বুলু ঘোষের নিকট ৩.৪৬ শতক জমি বিক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি ক্রেতাদ্বয় রেকর্ড করাইলে বা উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

- তপশীল সম্পত্তির পরিচয় -

জেলা- নদীয়া, থানা - কল্যাণী, মৌজা - ৫৬ নং, চর কাঁসচরাপাড়া। **খতিয়ান নম্বর**- এল. আর. ৭২/১, এল.আর. ৭২/১, **দাগ নম্বর**-এল. আর. ১৮০, এল আর ১৮০, **জমির পরিমাপ**- ২.৮৬ শতক (সুশীলা শর্মা), ৩.৪৬ শতক (বুলু ঘোষ)

PRASUN MUKHOPADHYAY
Advocate
Kalyani Court

নববর্ষেও থমথমে ধুলিয়ান ক্রেতা শূন্য মিষ্টির দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন: নববর্ষ মানেই নতুন পোশাক, মিষ্টি মুখ, উৎসবের আমেজ। কিন্তু এ বছর তার সবটাই যেন বিষাদে ঢাকা পড়ল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে। কয়েকদিন আগের হিংসা এবং উত্তেজনার ছাপ এখনও কাটেনি। ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ ঘিরে দফায় দফায় অশান্তির জেরে নববর্ষের সকালেও মুখ থুবড়ে পড়ল শহরের স্বাভাবিক ছন্দ। পুলিশ জানিয়েছে, নতুন করে কোনও হিংসার খবর নেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেই দাবি। তবু ধুলিয়ানের রাজপথ কিংবা বাজার এলাকায় সেই পুরনো স্বাভাবিকতা নেই। নববর্ষের সকালেও বেশিরভাগ দোকানপাটের শাটার বন্ধ। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, গোটা শহরে মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ দোকান খোলা হয়েছে। একাধিক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, কয়েকদিনের গোলমালে অনেক দোকানে লুটপাট চলেছে। এখনও আতঙ্ক রয়েছে চোরা হুমকির। অনেকেই বলছেন, এই পরিস্থিতিতে দোকান খুলে লাভ কী! মিষ্টির দোকানেও সেই আতঙ্কের ছায়া। নববর্ষ মানেই মিষ্টি মুখের রীতি। প্রতি বছর এই দিনে ধুলিয়ানের মিষ্টির দোকানগুলিতে উপচে পড়ে ভিড়। কিন্তু এ বছর একেবারে উল্টো ছবি। সকালে রসগোল্লা, রসকদম্ব তৈরি করে দোকানে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা, আশা ছিল কিছুটা হলেও বিক্রি হবে। কিন্তু সকাল থেকে দুপুর, একজন দুইজন ক্রেতা ছাড়া আর কেউই আসেননি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। ধুলিয়ানের এক মিষ্টির দোকানদার নীলম সাহা বলেন, 'গত তিন-চার দিন দোকান বন্ধ ছিল। আজ সকালে মিষ্টি তৈরি করলাম, দোকান খুললাম। কিন্তু ক্রেতা তো নেই! অনেক অর্ডারও ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে। এত গরমে মিষ্টি রাখা যায় না।' বিষণ্ন মুখে তিনি আরও বলেন, 'যাঁরা আতঙ্কে রাতে ঘুমোতে পারছেন না, তাঁরা কী করে মিষ্টি খেয়ে নববর্ষ পালন করবেন?' শুধু মিষ্টির দোকান নয়, শহরের অন্যত্রও একই চিত্র। নববর্ষের দিনেও বাজার এলাকায় থমথমে পরিবেশ। কোথাও পুলিশ টহল দিচ্ছে, কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্ত্রসহ। তবে অনেক ধুলিয়ানবাসী এখন আশার দিকেও তাকিয়ে। নববর্ষে তাঁদের প্রার্থনা একটাই, এই অস্থিরতা যেন কেটে যায়, শহর যেন ফিরে পায় পুরনো ছন্দ। আর উৎসবের দিনগুলো যেন আবার আনন্দে ভরে ওঠে।

'পশ্চিমবঙ্গ জ্বলছে আর আপনি নিরো...'

প্রথম পাতার পর

এর পাশাপাশি 'পশ্চিমবঙ্গ' নাম বদলানোর চেষ্টাকে ইতিহাস মুছে ফেলার চক্রান্ত বলেও আক্রমণ শানান শুভেন্দু। তিনি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। ওনার ঐতিহাসিক উদ্যোগের ফলে ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।' এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে শুভেন্দুর ঘোষণা; 'আগামী বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ভাবেই ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হবে।'

অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রী না চাইলেও তাঁর সরকারকে চাপে ফেলতেই বিজেপির তরফে রাজ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের রূপরেখা তৈরি করেই ফেললেন শুভেন্দু। সবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কটাক্ষ, 'ইতিহাস মুছে ফেলার আপনার অভিপ্রায় কখনো পূরণ হবে না। রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গই থাকবে, কারণ পশ্চিম শব্দটা রক্তাক্ত ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে, যা আপনি ভুলিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু বিদ্রুপাত্মকভাবে আপনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সেই বেদনাদায়ক অধ্যায়ের স্মৃতিকে আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলছে।' এই পোস্টের মাধ্যমে শুভেন্দু কার্যত বুঝিয়ে দিলেন;রাজ্যের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর 'বাঁশি বাজানো' তাঁরা আর সহ্য করবেন না। বরং রাজনৈতিক ময়দানে তাঁরা এবার ইতিহাসের হাতিয়ার নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে দাঁড়াতে চান।

নববর্ষে ঘরছাড়া! গঙ্গা পেরিয়ে মালদা-ঝাড়খণ্ডে আশ্রয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার, যখন গোটা রাজ্য আনন্দে নববর্ষ উদযাপন করছিল, ঠিক সেই সময় মুর্শিদাবাদের একাংশে বাংলা বছরের প্রথম দিন কেটেছে এক বিভীষিকার মধ্যে। আগুন, ধ্বংসস্তূপ আর কান্নায় শুরু হয়েছে নববর্ষ। ওয়াকফ সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, লালপুরের মতো এলাকা। সেই আগুনে ছাই হয়ে গিয়েছে হিন্দু-প্রধান বেতবনা গ্রাম। বছরের প্রথম দিনেই ভিটেমাটি ছেড়ে গঙ্গা পেরিয়ে মালদার বৈষ্ণবনগরে আশ্রয় নিয়েছেন শত শত মানুষ। কেউ কেউ ভয়ে সরে গেছেন পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে। আর যারা রয়ে গিয়েছেন, তাঁদের মুখে একটাই কথা, 'ভূতের মতো ভিটেমাটি আগলে বসে আছি। বাকিরা কেউ নেই।' ধুলিয়ানের লালপুরে শিশুদের নিয়ে খোলা মাঠে ত্রিপল খাটিয়ে দিন কাটাচ্ছেন বহু পরিবার। সামশেরগঞ্জ থানা লাগোয়া এলাকাতেও হামলা, লুঠপাটের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও রোখা যায়নি অরাজকতা। গ্রামে এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ আর কান্না। চেনা গ্রাম যেন রাতারাতি বদলে গিয়েছে ছিন্নভিন্ন জনপদে। পোড়া ঘর, ছিন্ন ভাঙা চাল, উল্টে থাকা আসবাব, সেই ছবির মধ্যেই এক প্রৌঢ় বসে কাঁদছেন, বলছেন, 'সব শেষ হয়ে গেছে... যা সঞ্চয় করেছিলাম, আর কিছুই রইল না।' অসিত দাস, সামশেরগঞ্জের বাসিন্দা, যাঁর মুদি দোকান ছিল গ্রামে। সেই দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষাধিক টাকার লুঠপাট হয়েছে। প্রাণের ভয়ে পরিবারের মহিলা ও শিশুদের পাঠিয়ে দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডে। তিনি বলেন, 'এখানে কোনও নিরাপত্তা নেই। সকালে ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি।' ১৩০০ জনের মধ্যে গ্রাম ছেড়েছেন ৭০০ জন! বেতবনা গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ১৩০০। অভিযোগ, বিক্ষোভ-হিংসার জেরে ৭০০-র বেশি মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ নদী পেরিয়ে পৌঁছেছেন মালদা জেলায়, কেউ আবার এক কাপড়ে ছুটে গিয়েছেন ঝাড়খণ্ডে। আর যারা এখনও গ্রামের মাটিতে রয়ে গেছেন, তাঁরা ঘরে না ফিরে ধ্বংসস্তূপের পাশেই বসে কেবল অপেক্ষা করছেন, নিরাপত্তার, স্বাভাবিক জীবনে ফেরার। বাংলার নববর্ষের দিনটিতে ঘর হারিয়ে, নিরাপত্তার আশায়, অন্য জেলা বা রাজ্যে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া এইসব মানুষের দিকে আরেকবার তাকানোর সময় এসেছে।

মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে কলকাতা পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে পালিত হল বাংলা নববর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এই উপলক্ষে রণ পা, ধামসা মাদল, মহিলা ঢাকি সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ছিল জমজমাট। কয়েক হাজার স্থানীয় মানুষ অংশ নেন এই শোভাযাত্রায়। ছিলেন পুরপিতা স্বপন সমাদ্দারও।

হাওড়ায় বাংলা দিবস ও নববর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: নববর্ষ ও বাংলা দিবস উপলক্ষে আজ হাওড়ার নতুন কালেক্টরেট ভবনের 'পাথের দাবি' হলে অনুষ্ঠিত হল এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজন করে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, হাওড়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, কর্মাধ্যক্ষা (নারী ও শিশু কল্যাণ) রিজিয়া খাতুন, অতিরিক্ত জেলাশাসক আজার জিয়া (আইএএস), দিব্যা মুরুগেশন (আইএএস), সুদীপ ঘোষ (ডব্লিউবিসিএস-এক্সিকিউটিভ), মহকুমাশাসক অমৃতা রায় বর্মন, ডিআইসিও সোমশ্রী পাল, সদর এসডিআইসিও নির্মল কুমার বাগানি ও উলুবেড়িয়া এসডিআইসিও নারায়ণ চন্দ্র রায়।

শ্রীনিকেতনে কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বাংলা নববর্ষকে আহ্বান জানিয়ে শান্তিনিকেতনের শ্রীনিকেতনে শুভলগ্ন নামক প্রেক্ষাগৃহে বিদ্রোহিনী যোদ্ধা পত্রিকার উদ্যোগে শান্তিনিকেতন কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। অর্ধশতাধিক সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ এই কবিতা উৎসবে যোগদান করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠের এমন সুযোগ কবিরা সদ্ব্যবহার এবং উপভোগ করেছেন। বিদ্রোহিনী যোদ্ধা পত্রিকার দুই নিয়মিত লেখক ও কবির প্রয়াণে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বর্ষবরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সনৎ মুখোপাধ্যায়, পত্রিকার সম্পাদক মুনমুন মণ্ডল। পৌরহিত্য করেন কমল দে সরকার।

কাপড়ের দোকানে আগুন: নতুন বছরের প্রথম দিনের সকালে কাপড়ের দোকানে আগুন লাগার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের জারগ্রাম অঞ্চলের আটপাড়া এলাকায়। স্থানীয় মানুষজন এদিন সকালে বন্ধ দোকানের সাটারের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। পরবর্তী সময়ে তারা খবর দেন দোকান মালিককে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই এপ্রিল, ২ রা বৈশাখ।বুধবার, কৃষ্ণ পক্ষের তৃতীয়া তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী ও শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(আজ ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্নান র তিরোধান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন : সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র :
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার : সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি :
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার : নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম : অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ : শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর : ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন :
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি :
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

হাওড়ার সংবেদনশীল এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনার পর, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করেছে হাওড়া পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশের অধীনে শহরের কিছু সংবেদনশীল এলাকায় সিআইএফ, কমব্যাট ফোর্স এবং আরএএফ যৌথভাবে টহল দিচ্ছে। এই টহল দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনও ধরনের অশান্তি বা দুষ্কৃতীকারীরা শান্তি বিঘ্নিত করতে না পারে। এ বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, 'হাওড়া জেলার সাধারণ মানুষ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর। রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তীর মতো উৎসব এখানে প্রতিবারই শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। কিন্তু জনগণকে সজাগ ও সচেতন রাখার জন্য, যাতে কোনও গুজব বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে কোনও অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়, সিআইএফ, আরএএফ এবং অন্যান্য বাহিনী রুট মার্চ পরিচালনা করছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা মানুষকে সতর্ক করছি যাতে তারা গুজবে বিভ্রান্ত না হয়। যদি কোনও ধরনের অশান্তি ঘটে, আমরা সেখানে দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হব। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল হাওড়া শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।' এছাড়া, তিনি উল্লেখ করেন, 'এমনকি আমাদের পুলিশ বাহিনী যখনই রাজ্যের অন্য কোন জায়গায় কোনও অশান্তির খবর পায়, তখন আমরা আরও সতর্ক হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকি। সবাইকে এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে, কোনোরকম অপ্রাসঙ্গিক গুজব বা ভুল তথ্যের ফাঁদে যেন তারা না পড়ে।' শহরের নিরাপত্তা জোরদার করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে হাওড়া পুলিশ। স্থানীয় প্রশাসন ও বাহিনীর একযোগ প্রচেষ্টায়, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখা হবে না।

উদ্ধার ফোন ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকেরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা।

জানাগেছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে হরিরামপুর থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ১৭টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

খেলার মাঠ পরিষ্কার মায়েদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: হাওড়ার রাজাপুর থানা এলাকার তুলসীবেড়িয়া একটি তপশিলী জাতি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবী। খাল বিল থেকে মাছ ধরে জীবনধারণ করে। এই গ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো বিখ্যাত। এই পুজো উপলক্ষে তুলসীবেড়িয়া ফুটবল মাঠে দীর্ঘদিন মেলা চলে। এই মাঠে একটি ফুটবল কোচিং সেন্টারও চলে। মেলার জন্য গ্রামের কচিকাঁচাদের খেলা বন্ধ ছিল এতদিন।

বিশাল মাঠটি প্রচুর নোংরা হয়েছিল। দু' একদিন দেখার পর এবার ছেলেদের খেলাধূলার জন্য মাঠ পরিস্কার করলেন মায়েরাই। মঙ্গলবার ১লা বৈশাখে গ্রামের মহিলারা ঝাঁটা দিয়ে মাঠের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার যেমন করলো তেমনি মেলা উপলক্ষ্যে মাঠে থাকা গর্ত ও বুজিয়ে ফেলল।

জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়: বছর শুরুর দিনে সকাল থেকেই পুণ্যার্থীদের আনাগোনা শুরু হয় মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান জয়রামবাটীতে। জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে দেবী আরাধনায় অংশ নিয়ে কেউ কামনা করছেন সারা বছর পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো থাকার, আবার কেউ বিশ্ব শান্তির কামনায় পুজো দিচ্ছেন মা এর কাছে। বাঁকুড়ার জয়রামবাটী মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ২০২৫, ২ বৈশাখ, বুধবার

ওয়াকফ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ভাঙড়, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরে ধৃত ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। সোমবার সোনপুর বাজার এলাকায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির মাঝে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে এবং পুলিশ কর্মীদের মারধর করে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি অভিযান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার কলকাতার রামলীলা ময়দানে একটি ওয়াকফ বিরোধী প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বিক্ষোভকারীদের গাড়ি আটকায় পুলিশ। সেখান থেকেই শুরু হয় উত্তেজনা। ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়ে সোনপুর বাজার এলাকায়। শুরু হয় পাথর ছোড়া, গাড়ি ভাঙচুর। পুলিশের প্রিজন ভ্যান রাস্তায় উল্টে দেওয়া হয়। অন্তত পাঁচটি বাইকে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর সোমবার রাত থেকেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। মঙ্গলবার সকাল থেকে এলাকা ঘিরে ফেলে কলকাতা পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিনও থমথমে ছিল গোটা এলাকা। আতঙ্ক কাটিয়ে ধীরে ধীরে দোকানপাট খুলতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা। এখনও পর্যন্ত সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, পুলিশকে আক্রমণ এবং সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগে পাঁচটি পৃথক মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। সোমবার রাতে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তারা। পুলিশ সতর্ক করেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যে খবর ছড়ালে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালিগঞ্জে ভোট স্থগিত চেয়ে কমিশনের দ্বারস্থ জগন্নাথ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটের আবহে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। তার মাঝেই নদিয়ার কালিগঞ্জ কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে পরিস্থিতিকে 'রক্তাক্ত, আতঙ্কময় ও গণতন্ত্র-বিধ্বংসী' বলে দাবি করে ভোট স্থগিত রাখার আর্জি জানালেন বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত আবেদনপত্র জমা দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা বিচার করে কালিগঞ্জ উপনির্বাচন স্থগিত রেখে আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে ভোট করানো হোক। কারণ, 'এতে একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় বাঁচবে, তেমনি রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও নিরাপদ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে।' কিন্তু শুধুই প্রশাসনিক যুক্তি নয়। তাঁর আবেদনে রয়েছে বিস্ফোরক রাজনৈতিক অভিযোগও। সাংসদ জগন্নাথ সরকারের বক্তব্য, 'আমি নদিয়ার কালিগঞ্জ থেকে বলছি। এখানে সাধারণ মানুষের মনে বিধায়কের হাতে প্রাণ যাওয়ার ভয় কাজ করছে। নির্বাচনী সন্ত্রাস এতটাই প্রবল যে গত এক মাসে একটা ভোট পর্যন্ত হয়নি।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'যারা ভোট দিতে পারেনি, তাদের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে। এই দুষ্কৃতীরা শাসক বিধায়কের আশ্রিত। অথচ প্রশাসন চুপ। তিন দলের এক অদৃশ্য আঁতাত চলছে। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন শাসক বিধায়ক। তাঁর গতিবিধি নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন। কেন আবার এই স্বল্প সময়ে তাঁকেই প্রার্থী করা হল? কেন তাঁকে ফের দরকার পড়ল এই অশান্ত পরিবেশে?' জগন্নাথবাবু স্পষ্ট দাবি করেছেন, 'এই রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতায় কালিগঞ্জে নিরপেক্ষ ভোট সম্ভব নয়। হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভোটদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্রের পক্ষে এই অবস্থা বিপজ্জনক।' তাঁর প্রশ্ন, 'একজন প্রার্থী এত সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার পরও কীভাবে আবার নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন? তাঁর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই প্রশ্ন এখন গোটা অঞ্চলের।' সাংসদ শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন কমিশনের উদ্দেশে, 'এই পরিস্থিতিতে উপনির্বাচন মানেই ভোটের নামে প্রহসন। আমি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করছি, কালিগঞ্জ উপনির্বাচনের প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের সঙ্গেই এই কেন্দ্রে নির্বাচন আয়োজন করা হোক। তাহলেই গণতন্ত্রকে বাঁচানো সম্ভব।' কমিশন সূত্রে এখনও পর্যন্ত জগন্নাথ সরকারের এই আবেদনের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজনৈতিক মহলে এই দাবিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শোরগোল শুরু হয়েছে।

বাংলার সীমান্তে 'সিরিয়া' তৈরি হচ্ছে: দিলীপ ঘোষ

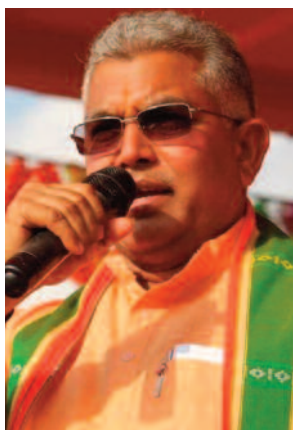

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'হিন্দুরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে ঘর ছেড়ে পালাচ্ছেন। মুর্শিদাবাদ থেকে মালদার শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছেন। কেউ জিজ্ঞেস করছে না, ওঁরা হিন্দু কি না! সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে হিন্দুধর্ম একপ্রকার অস্তিত্বে আছে, কিন্তু হিংসা-ভয়ের ঘটনাগুলো বেড়েই চলেছে। তাই হিন্দুরা ধীরে ধীরে পালিয়ে যাচ্ছেন।' বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিকে এভাবেই তুলে ধরলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'সরকার এতটা পক্ষপাতদুষ্ট ও বেইমান, যে এর মধ্যে কোনও ন্যায়বিচারের আশা করা যায় না। কলকাতায় চলে আসুন, কোনও এক ফাঁকা জায়গায় থাকুন, তাহলেই বুঝবেন এই 'গণ্ডগোল' আসলে কী! মানুষ কেন 'গণ্ডগোল'-এ থাকবে? গ্রামের সাধারণ মানুষ তাঁদের বাড়ি, সম্পত্তি, গরু, খাবার সব নিয়ে পালাচ্ছেন। তাঁদের কোনও নিরাপত্তা নেই, তাঁরা আর ফিরতেও পারবেন না। কোথাও রেশন নেই। এটা কীভাবে সম্ভব?' এরপরই বিস্ফোরক তুলনা টানেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, 'বাংলা তো এখন ইজরায়েল, সিরিয়া হয়ে গেছে, তাই না? আর এঁরা সেটাকেই হালাল করে তুলতে চাইছে।' তিনি সোজাসুজি তৃণমূলের দিকে তাক করে প্রশ্ন করেন, 'প্রতিদিন মানুষ ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। হিন্দু সমাজকে বারবার আক্রমণ করা হচ্ছে। মন্দির ভাঙা হচ্ছে, লুট হচ্ছে। ইউকো বোর্ড দিয়ে যদি কোনও রাজনৈতিক প্রয়াস হয়, তাহলে সেটা কত বার পথে থেমে যাবে?' তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, 'হিন্দুদের মন্দির কেন ভাঙা হচ্ছে? হিন্দুদের বাড়ি কেন ভাঙা হচ্ছে? কেন লুট হচ্ছে? আমরা বুঝি না! আর মহম্মদ সেলিম সাহেবের মনেও কোনও সমস্যা নেই। তাঁর দলের শাসক প্রতিনিধিদের মনেও না।' এরপরই তিনি অভিযোগ তোলেন, 'বাংলাদেশ-পাকিস্তানের অংশ বাংলা রাজ্যকে বানানোর পরিকল্পনা চলছে। আমরা বহু বছর ধরে বলে আসছি, পশ্চিমবঙ্গ আজ 'বাংলাদেশ প্রভাবিত চক্রান্ত'-এর শিকার। ধীরে ধীরে হিন্দু শূন্য করে বাংলা হবে বাংলাদেশ।' এখানেই থেমে থাকেননি দিলীপ ঘোষ। আরও বলেন, 'সরকার আছে, প্রশাসন আছে, রাষ্ট্রপতি আছে। দেখবেন, যদি প্রয়োজন পড়ে, তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলা হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে, আর তাতে রাজনীতি করে খুশি হবেন মহম্মদ সেলিমরা।' শিলিগুড়িতেও উদ্যানকর্মীর ওপর হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'হিন্দুদের ওপর হামলা হলেই এমন হয়। রামনবমীর আগেও বারন করা হয়েছিল যেন মিছিল না করি। হিন্দুদের সময় প্রতিবাদ করলেই বাধা আসে, যেখানে শিশু আর নারী থাকে, সেখানেই হামলা হয়।' এরপরই পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন বিজেপি নেতা, 'মুর্শিদাবাদে দু-তিন দিন ধরে অশান্তি চলল। বড় বড় বোমা বেরোলো, লুটপাট শুরু হয়ে গেল। চারদিকে আগুন! অথচ পুলিশ কিছু জানে না। জানলেও যায় না। শেষে বিএসএফ এল, তারপরে পরিস্থিতি কিছুটা ঠান্ডা হল। কিন্তু ভেতরে গোঁসা থেকে গেল। পুলিশ শুধু দায় এড়াল।' তাঁর দাবি, '২০১৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস বানানো হচ্ছে ২০ জুন। অথচ আমরা জানি না আমাদের গৌরীমা বা শিবের দিন কবে পালিত হয়! আমাদের নববর্ষ, আমাদের অনুভূতি-সব কিছু ভুলিয়ে ২৫ মে পালনে মেতে উঠেছে এ রাজ্য। এই বাংলা কি আমাদের?' শেষে তীব্র কটাক্ষে বলেন, 'যেখানে পুরো বাংলা জ্বলে ছাই, সেখানে একটাই রীতিনীতি-খাও, খাটো, সরকারকে টাকা দাও, উড়ে যাও, নিজের পকেটে কিছু ভরো! এটাই তৃণমূল সরকারের উৎসব।'

শিক্ষকের আত্মহত্যা, বিতর্কে চাকরি খোয়ানো

নিজস্ব প্রতিবেদন: পয়লা বৈশাখের সকালে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল কুলতলি থানা এলাকার মেরিগঞ্জ দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলবেরিয়া গ্রামের স্কুল শিক্ষক প্রণব পতিত নাঁইয়ার পরিবারের ছবিটা। মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হল তাঁর ঝুলন্ত দেহ। উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোটও। প্রণব পতিত নাঁইয়া পড়াতেন জয়নগরের টিএস সাতন হাইস্কুলে। প্রণবের পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, সবকিছু ঠিকঠাক ছিল একদিন আগেও। সবটাই বদলে গেল নববর্ষের প্রথম দিনেই। সূত্রের খবর, ২০১২ সালে চাকরি পেয়েছিলেন প্রণব। এখনও বিয়ে করেননি। নতুন বাড়িও হচ্ছিল। তারমধ্যেই আচমকা এ ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। শোকের ছায়া এলাকায়। প্রিয় শিক্ষককে হারিয়ে শোকে কাতর পড়ুয়ারাও। সূত্রের খবর, প্রণবের ঘর থেকে যে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে তাতে যদিও লেখা রয়েছে, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। তাহলে কী কারণে আত্মহত্যা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল প্রণব। ফোনও ঘাঁটতো সারাক্ষণ। প্রণবের বাবা সুভাষচন্দ্র নাঁইয়া জানান, 'আমার তো একটাই ছেলে। সারাক্ষণ তো ফোন ঘাঁটত। চাকরির বিষয়ে সব শুনছিল, দেখ ছিল। ওইসব নিয়েই চিন্তা করছিল। আমি বলি চাকরিটা যাক তারপর তো ভাববি, এখন কেন এসব ভাবছিস! ওর কোনও দেনাও ছিল না। তাও এই কাণ্ড করে ফেলেছে।' এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে সকালেই ঘটনাস্থলে যায় কুলতলি থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের।

ফের ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে ডাক্তারি পড়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসকেএম হাসপাতালের পর এবার ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ। জাল কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে ডাক্তারি পাঠক্রম পড়ার অভিযোগ উঠলো কলেজের এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ জমা পড়েছে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের কাছে। অভিযোগ পেয়েই অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের তরফে তদন্ত করার নির্দেশ স্বাস্থ্য দপ্তরকে। অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। গোটা ঘটনায় ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের থেকে একাধিক তথ্য চাইল স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিক্যাল এডুকেশন ডাইরেক্টরেট বলেই সূত্রের খবর। একজন পড়ুয়া জাল কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে ডাক্তারি পাঠক্রম পড়ছে বলেই অভিযোগ।

বঙ্গে বর্ষায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে অতিষ্ট দক্ষিণ বঙ্গবাসী। তবে এরই মধ্যে বর্ষা নিয়ে সুখবর শোনাল মৌসম ভবন। এবার বর্ষায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বলেই জানানো হয়েছে মৌসম ভবনের তরফ থেকে। একইসঙ্গে মৌসম ভবন বলছে, দেশে বর্ষায় স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হতে পারে। বাংলাতেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টির ইঙ্গিত। এই খবরে মুখে হাসি চাষিদের। কারণ, বর্ষা ভাল হলে ধানের উৎপাদন বেশি হওয়ার আশা করছেন তাঁরা।

এদিকে বছরের প্রথম দিনে বাংলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শোনানোর পাশাপাশি বুধবার ও বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বলেও জানিয়েছে মৌসম ভবন। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। এমনটাই বলছেন আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে মঙ্গলবারে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি কলকাতা-সহ হয় সব জেলাতেই। তবে বুধবার ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। ঝড়ের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে ফের ছবিটা বদলে যাবে বলেও জানিয়েছেন আবহবিদরা।

আবহাওয়া দপ্তর বলছে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে হলেও ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাসও বইতে পারে। অন্যদিকে এদিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৯১ শতাংশের মধ্যে।

নববর্ষে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪৩১ সালকে বিদায় জানিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডারে নতুন বছর ১৪৩২ সালকে স্বাগত জানালো বাংলা। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মঙ্গলবার দক্ষিণেশ্বর ভবতারিনী মায়ের মন্দিরে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোই। ভক্তরা ভোর থেকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে মায়ের দর্শন করে পুজো দিলেন। বহু দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তরা মায়ের আশীর্বাদ পেতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এদিন ভিড় জমান। নতুন বছরে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি কামনায় খাতা পুজোর জন্য দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরে ভিড় জমান ব্যবসায়ীরাও। পুরো মন্দির চত্বর এদিন কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল।

কেষ্টপুর থেকে আগত পুণ্যার্থী চন্দ্রানী ভট্টাচার্য বলেন, প্রত্যেক বছর তিনি মায়ের কাছে আসেন। সকলে যাতে ভালো থাকেন ও সুস্থ থাকেন। মায়ের কাছে তিনি সেই প্রার্থনা করলেন। দক্ষিণেশ্বর ভবতারনী মন্দির ছাড়াও শহরতলির নৈহাটির বড়মার মন্দির ও শ্যামনগর ব্রহ্মময়ী কালী মন্দিরেও এদিন পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোই। নৈহাটি বড়কালী পূজা সমিতি ট্রাস্টের সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন, ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি কামনায় অনেকেই খাতা পুজো দিচ্ছেন। সারা বছর যাতে ভালো কাটে, মায়ের কাছে সেই কামনা করলাম। অপরদিকে শ্যামনগর ব্রহ্মময়ী কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিমাই চট্টোপাধ্যায় বলেন, গত বছরের তুলনায় এবছর পুণ্যার্থীদের ভিড় বেড়েছে। সকলে যাতে সুখে -শান্তিতে থাকে, মায়ের কাছে সেই কামনাই করলাম।

নববর্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, একই পথিক শাসক-বিরোধী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ, বঙ্গপঞ্জিকার পাতা উল্টে ১৪৩১-কে বিদায় জানিয়ে শুরু হল ১৪৩২। বাংলা নববর্ষের এই পবিত্র দিনে শহর থেকে জেলা মেতে উঠেছে রাজ্য। আর সেই আনন্দের দিনেও শাসক ও বিরোধী দু'পক্ষই পথে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় একদিকে যেমন ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অন্যদিকে 'আলোর পথে বর্ষবরণ'-এর ডাক দিয়ে রাস্তায় নামলেন দিলীপ ঘোষ ও শমীক ভট্টাচার্য।

সকালে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয় বিজেপির শোভাযাত্রা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও আয়োজিত হয় শোভাযাত্রা, যেখানে অংশ নেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তমলুকে একেবারে অন্য ছবি। নববর্ষের দিন সকালে বর্গভীমা মন্দিরে 'হাল ফেরানোর খাতায়' সিঁদুর ছুঁইয়ে রাজ্য রাজনীতির 'হাল বদলের' বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির থেকে বর্গভীমা মন্দির পর্যন্ত ছিল এক বিশেষ শোভাযাত্রা। সেখান থেকেই তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, 'এই রাজ্য এখন বেহাল। তাই প্রার্থনা করুন;নিজের হাল ফিরুক, রাজ্যেরও হাল ফিরুক।' নতুন পোশাক, গঙ্গাস্নান, দোকানে দোকানে হালখাতা, সঙ্গে গান, আড্ডা, শুভেচ্ছা আর মিষ্টিমুখ;নববর্ষের সকাল জুড়ে বাংলার এক চেনা উৎসবমুখর রূপ।

কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, লেক কালীবাড়ি, তারাপীঠ;সবত্রই ভক্তসমাগম চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে বাংলার নববর্ষের সকাল হয়ে উঠল রাজনৈতিক রঙে রঙিন। উৎসবের আবহেও পথেই রইল রাজনীতির স্পষ্ট ছায়া।

মুর্শিদাবাদের নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে সিপিআইএম: সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক সহায়তা নিয়ে নিহতদের দু'টি পরিবারেরই পাশে দাঁড়াবে সিপিআইএম। মুর্শিদাবাদে হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করবে সাধ্যমতো। তার জন্য গণসংগ্রহও করা হবে, মঙ্গলবার কলকাতায় মুজফ্‌ফর আহ্মদ ভবন থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই বার্তা দিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এরই পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছেও এই পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার দাবিও তোলেন তিনি।

সোমবার মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছিলেন সেলিম। ছিলেন সিপিআই(এম)'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা, রাজ্য কমিটির সদস্য সোমনাথ ভট্টাচার্য সহ পার্টি নেতৃবৃন্দ। সেলিম বলেন, 'আক্রান্ত বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রদায় নির্বিশেষে অভিন্ন অভিযোগ হলো পুলিশ সময়মতো আসেনি। পুলিশ সময়মতো ব্যবস্থা নেয়নি। থানা থেকে গাড়িতে পাঁচ মিনিট দূরত্বে হিংসা হয়েছে। পুলিশ পৌঁছেছে সাড়ে ৩ ঘন্টা বাদে।' একইসঙ্গে সেলিম এও জানান,'পুলিশ সংখ্যাগুরুবাদী রাজনৈতিক লাইন নিয়ে চলছে। যাঁরা সংখ্যালঘু, যে যেখানেই হোক, তাঁর কোনও অধিকার থাকবে না। এমনকি শান্তিতে থাকার অধিকার পর্যন্ত থাকবে না।' কলকাতায় মুজফফর আহ্মদ ভবনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে এদিন সেলিম মুর্শিদাবাদের হিংসায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিও তোলেন। সঙ্গে এও বলেন, 'বসিরহাট, আসানসোল, ধুলাগড়ের মতো বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক হিংসায় কোনও তদন্ত করেনি রাজ্য। কারা দাঙ্গা করল, কেন করল সামনে আসেনি। এই তথ্য জানা দরকার ভবিষ্যতে এমন সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যই।'

একইসঙ্গে সেলিম এদিন এও জানান,'২০ এপ্রিল ব্রিগেডের সমাবেশকে কেন্দ্র করে কৃষক, খেতমজুর, শ্রমিক, বস্তিবাসী আন্দোলন প্রচার চালাচ্ছে শ্রমজীবী সব অংশের মধ্যে। প্রচারের অন্যতম বিষয় হয়েছে সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা। কারণ এই আইন কোনও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয় নয়। সাংবিধানিক অধিকারের ওপর আঘাত হানা হয়েছে। সব অংশই এই আক্রমণের শিকার।' এরই রেশ টেনে সেলিম এও জানান, এদিনই সুপ্রিম কোর্টে সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করেছে সিপিআইএম। পলিট ব্যুরো সদস্য হিসেবে সিপিআইএমের পক্ষে মামলা দায়ের করেছেন তিনিই। সংশোধিত ওয়াকফ আইন প্রসঙ্গে সেলিম ফের বলেন,'আমরা গোড়া থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই প্রয়াসের বিরোধী। বিভাজন তৈরির জন্য আরেকটি পদক্ষেপ। অথচ এরাজ্যে তৃণমূলের দখলদারিতে থাকা ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা নেই। সংবিধানে ধর্মীয় অধিকার পালনের অধিকার স্বীকৃত। এই আইন অসাংবিধানিক। তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।' এখানেই শেষ নয়, এদিন সেলিম এও বলেন, 'একদিকে রামনবমীকে সামনে রেখে তার আড়ালে উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছে। আরেকদিকে ওয়াকফ আন্দোলনকে সামনে রেখে তার আড়ালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছে।' এর পাশপাশি মুর্শিদাবাদের ঘটনায় অভিযোগের আঙুল তোলেন রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের দিকেও। বলেন গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ। সঙ্গে এও বলেন, এই ঘটনায় 'ডিপ স্টেট' জড়িত কিনা খুঁজে দেখা দরকার। উল্লেখ্য, ক্ষমতার স্তর থেকে অঘোষিত কোনও লক্ষ্য নিয়ে গোপন কার্যক্রমকে পরিভাষায় 'ডিপ স্টেট' বলা হয়। মুর্শিদাবাদের ঘটনা সম্পর্কে সেলিমের বক্তব্য,' ওখানে যে যে এলাকায় হিংসা ছড়িয়েছে তা প্রতিহত করতে সক্রিয় থেকেছেন সিপিআইএমের কর্মীরা। এক মিষ্টির দোকানে গিয়েছি। আমাদের কর্মীকে দেখিয়ে দোকানমালিক বলেছেন যে তিনি না থাকলে দোকান পুড়ে যেত।' পাশাপাশি সেলিম এদিন এও জানান, নিহত বাবা-ছেলে হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসের বাড়ি গিয়েছিলেন সেলিম। তাঁরা উত্তেজনা থামাতে চাইছিলেন। হরগোবিন্দ দাস আগের নির্বাচনেও বুথে এজেন্ট ছিলেন সিপিআই(এম)'র। বয়সের কারণে পার্টি সদস্যপদ নবীকরণ করেননি। তাঁদের তাড়া করে ঘরে ঢোকানো হয়। দরজা ভেঙে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এই প্রসঙ্গে সেলিম আশ্বাস দেন, নিহতচন্দন দাসের দুই সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে সিপিআইএম। নিহত ইজাজ আহমেদের স্ত্রীকেও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। সঙ্গে উল্লেখ করেন গুজরাট গণহত্যা বা দিল্লির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছিল সিপিআইএম। এটা একটা নয়, এমন উদাহরণ আরও রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। এর পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলে দেন সেলিম। বলেন, 'ইজাজকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নেওয়ার পর রক্তের দরকার ছিল। হয়ত বেঁচে যেত। পুলিশের আসল লক্ষ্য ছিল দেহ থেকে গুলি বের করে নেওয়া। জঙ্গীপুর থেকে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে বলা হয়। ইজাজের মা তিন হাজার টাকায় কোনও মতে গাড়ি ভাড়া করে বহরমপুরে পৌঁছান। সেখানে ভর্তির জন্য তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। পুলিশ পাশে ছিল না।'

সম্পাদকীয়

যন্ত্রদানব সভ্যতা তৈরি করার চেষ্টা চলছে, ভবিষ্যতে মনুষ্যত্ব কিন্তু উধাও হয়ে যাবে!

দেশ জুড়ে বেসরকারি বা অসরকারি দফতরে কর্মরত কর্মীদের উপর যে অমানবিক কষাঘাত চলছে, সভ্য সমাজে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অপরাধমূলক বললেও কম বলা হয়। শ্রমের বিনিময়ে মজুরি বা বেতন প্রদান; এটা তো সর্বকালের স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তাই বলে যে কর্মীটি রাতদিন এক করে কাজ করে চলেছেন, তাঁকে দিনের পর দিন অতিরিক্ত খাটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা, সে তো সীমাহীন অনৈতিকতারই নামান্তর। কেতাদুরস্ত কার্যালয় সাজিয়ে তার আড়ালে চলা কর্মীদের যান্ত্রিক করে তুলে এ ভাবে নির্বিচার শোষণের ফলে কর্মীদের মনোবলে ধাক্কা লাগছে। তাঁদের জন্য নেই কোনও আনন্দ, বা বিশ্রামের এক দণ্ড সুযোগ। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এক-এক কর্তার এক-এক রকম ফরমান। এক জন বলছেন সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করার কথা। আর এক কর্তা আরও কয়েক কদম এগিয়ে বলছেন, উঁহু, তা কী করে হয়? ৯০ ঘণ্টা কাজ করে যেতে হবে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। স্বভাবতই, কর্মীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। সৃজনশীল কাজকর্মের প্রতি আনুগত্যের অভাব দেখা দেওয়ার প্রশ্নটিও উঠে আসা স্বাভাবিক। সেখানে যদি কর্তৃপক্ষের কৃত্রিম মেধার সঙ্গে মানবিক তুলনা টানার চিন্তাভাবনা থাকে, তবে তো কর্মীদের মধ্যে নৈরাশ্য আসা খুবই সঙ্গত। সম্পাদকীয় আলোচনাটিতে উঠে এসেছে কর্মজীবনের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের ভারসাম্যহীন এক ভয়াবহ ছবি। একটি অসরকারি সংস্থার স্বাস্থ্য সমীক্ষা দেখিয়েছে, ভারতে কাজের ক্ষেত্রে 'বার্নআউট'-এর হার প্রায় ৬০ শতাংশ, যেখানে বিশ্বের গড় ২০ শতাংশ। এখানে সঠিক ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে, কর্মের সঙ্গে প্রয়োজন চিত্ত বিনোদন ও বিশ্রামের। তা না করে রোবট তৈরি করার বা যন্ত্রদানব সভ্যতার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ রকম চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সর্বত্র মনুষ্যত্ব উধাও হয়ে যাবে, তা আমরা কেউই যেন ভুলে না যাই।

শব্দবাণ-২৪৮

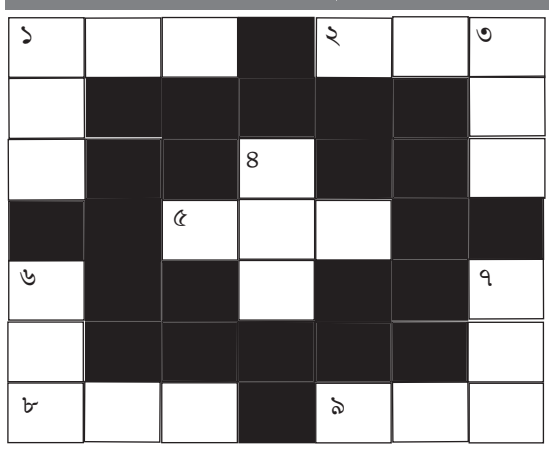

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. গনতকার ২. সাপের কামড় ৫. অঙ্কশাস্ত্র ৮. জলখাবার, নাস্তা ৯. রঙ্গালয়ের সাজঘর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চাঁদের আলো, জোছনা ৩. ডান্ডা ৪. ঘন করা আখের গুড় ৬. শিব, মহাদেব ৭. রোগীর পক্ষে অখাদ্য।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪৭

পাশাপাশি: ১. দুরবগাহ ৪.ত্রুব ৫. পরখ ৭. দণ্ডকা ৯. জেরা ১১. তনূকরণ।

উপর-নীচ: ১. দুরালাপ ২. বসু ৩. হস্তবুদ ৬. খয়রাত ৮. কামবাণ ১০. চাক।

জন্মদিন

আজকের দিন

লারা দত্ত

১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাম নায়েকের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় মুকেশ কুমারের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *মিস ইউনিভার্স লারা দত্তের জন্মদিন।*

বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক শশাঙ্কই বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন

শান্তনু রায়

বাংলা ক্যালেন্ডার বা বঙ্গাব্দ কবে থেকে চালু হল এবিষয়ে মতের ভিন্নতা আছে-কিন্তু বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রিষ্টাব্দের পার্থক্য ৫৯৩ বছরের সহজ হিসেবেই তা বোধগম্য। আকবরের সময় থেকেই বঙ্গাব্দ চালু হয় এরকম একটি মত সাধারনভাবে প্রচলিত যদিও অনেকের মতে হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারো মাস ও দিনের প্রচলন অনেক আগে থেকেই ছিল কারন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলেও অর্থাৎ সপ্তম শতকেই বাংলা ক্যালেন্ডার যে চালু ছিল এরকমও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। গৌড় এর রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে এই বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন বলে দাবি করা হয়। ৫৯২ বা ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল।তিনি ছিলেন গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি ও বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজাও। হিউয়েন সাংএর বিবরন থেকেও জানা সেসময় রাজারা নিজেদের রাজ্যাভিষেক স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ কিছু উৎসবের আয়োজন করতেন ; শিবপূজারী রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেন। হিউএন সাং এর বিবরন থেকে জানা জানা যায় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে গৌড় তথা বাংলা কৃষি ব্যবসা বানিজ্য শিক্ষা ইত্যাদিতে যথেষ্ট উন্নত ছিল-তাঁর রাজধানী কর্নসুবর্ণ পূর্ব ভারতে সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু ছিল-বঙ্গাব্দেরও প্রচলন এই সময়েই। অন্যদিকে কিন্তু ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহনের পর আকবর যদি বঙ্গাব্দ প্রচলন করে থাকেন এবং বঙ্গাব্দের গণনায় যদি তাঁর রাজ্যাভিষেককে সূচনাবিন্দু ধরা হয় তবে এই বছর বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত ৪৬৭।

বাঙ্গালির আত্মপরিচিতির ইতিহাসে গৌড়রাজ শশাঙ্কের আমল (৫৯২-৬২৫) এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় এক শতক বাংলার ইতিহাসে এক দুর্যোগজনক অধ্যায় যা ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' নামে অভিধাপ্রাপ্ত।

প্রসঙ্গত ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যার বঙ্গদর্শন এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই'। বাস্তবে স্বাধীনত্তোর ভারতে ইতিহাস চর্চায় একশ্রেনীর 'বামপন্থী' ইতিহাসবিদের দলীয় লাইন অনুযায়ী একমাত্রিক ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠার এবং যাঁরা যথেষ্ট 'বামপন্থী' নন তাঁদের বৌদ্ধিক চর্চাকে অকারণ নিন্দামন্দ করে পার্শ্বিকতায় নির্বাসিত করার প্রয়াস চলত 'বাম'মার্গীয় অসহিষ্ণুতায় বা অন্যকোন উদ্দেশ্যে। তাই হয়ত স্যার যদুনাথ সরকার, আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, জি এস সারদেশাই কিংবা ভি এস ভাটনগর প্রমুখের রচিত ইতিহাস বা তাঁদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন তেমন গুরুত্ব পায় না কোন কোন মহলে — আজও তাঁদের ইতিহাস চিন্তনের অভিমুখকে 'হিন্দুত্ববাদী' বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। যদিও অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ হয়নি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক থেকে ,তার আগেও ভারতবর্ষ নামে দেশটা ছিল তার নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতি ইতিহাস নিয়ে। ঠিক তেমনই বঙ্গদেশটাও ছিল মুঘল এবং সুলতানী আমলের অনেক অনেক আগে থেকে।

বঙ্কিমচন্দ্র যাই বলে যান না কেন আত্মবিস্মৃত ও আত্মঘাতী বাঙ্গালির স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট্যে এক শ্রেণীর 'পণ্ডিতে'রা 'বামমার্গীয়' ন্যারেটিভ নির্মাণের অত্যুৎসাহে ইতিহাসকে অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা করতেও রাজী।

এঁরাই ইদানীং নিদান দিচ্ছেন বঙ্গাব্দের সঙ্গে শশাঙ্কের নাম জড়ানোর চেষ্টার ইতিহাসভিত্তি নেই বলে। বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অন্য অন্যবিধ মিথ্যা অপপ্রচার আগেথেকেও চলছিল, ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থভাবে খণ্ডন করা সত্ত্বেও।

বঙ্গাব্দের সূচনাকাল ৫৯৩-৯৪ খ্রিষ্টাব্দ এসত্য অস্বীকার করতে না পেরে বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলনে শশাঙ্কের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে অনীহায় এখন (অপ)প্রচার চলছে শশাঙ্ক বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করতে পারেন না কারণ স্বাধীন রাজা হিসেবে দেখা দিয়েছেন নাকি ৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর। কিন্তু কেন এ কার্পন্য? কোন 'পণ্ডিত'জন আবার নিদান দিচ্ছেন-শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দস্রষ্টা বলে প্রচার করা শুধু ভ্রান্ত নয়, অতি বিপজ্জনক।কেন-শশাঙ্ক এক শক্তিমান হিন্দুরাজা বিধায় এদেশের সব অগ্রগতি কিছু দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতকের পরে হয়েছে ঢক্কানিনাদিত এই প্রচলিত 'মিথ' দুর্বল হয়ে যাবে এই কারণে?

ইতিহাস বলে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ৫৯৩/৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে কোন 'বামপন্থী' কথিত ৬০০ খ্রিস্টাব্দের প্রায় সাত বছর আগে।

সত্য এ যে বাংলা ক্যালেন্ডার বা বঙ্গাব্দ কবে থেকে চালু হল এবিষয়ে মতের ভিন্নতা আছে-কিন্তু বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রিষ্টাব্দের পার্থক্য ৫৯৩ বছরের সহজ হিসেবেই তা বোধগম্য। আকবরের সময় থেকেই বঙ্গাব্দ চালু হয় এরকম একটি মত সাধারনভাবে প্রচলিত যদিও অনেকের মতে হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারো মাস ও দিনের প্রচলন অনেক আগে থেকেই ছিল কারন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলেও অর্থাৎ সপ্তম শতকেই বাংলা ক্যালেন্ডার যে চালু ছিল এরকমও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। গৌড় এর রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে এই বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন বলে দাবি করা হয়। ৫৯২ বা ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল।তিনি ছিলেন গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি ও বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজাও।

হিউয়েন সাংএর বিবরন থেকেও জানা সেসময় রাজারা নিজেদের রাজ্যাভিষেক স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ কিছু উৎসবের আয়োজন করতেন ; শিবপূজারী রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেন। হিউএন সাং এর বিবরন থেকে জানা জানা যায় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে গৌড় তথা বাংলা কৃষি ব্যবসা বানিজ্য শিক্ষা ইত্যাদিতে যথেষ্ট উন্নত ছিল-তাঁর রাজধানী কর্নসুবর্ণ পূর্ব ভারতে সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু ছিল-বঙ্গাব্দেরও প্রচলন এই সময়েই। অন্যদিকে কিন্তু ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহনের পর আকবর যদি বঙ্গাব্দ প্রচলন করে থাকেন এবং বঙ্গাব্দের গণনায় যদি তাঁর রাজ্যাভিষেককে সূচনাবিন্দু ধরা হয় তবে এই বছর বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত ৪৬৭। এই অসামঞ্জস্য সামাল দিতে একশ্রেণীর পণ্ডিতজনেরা ব্যাখ্যা দেন যে আকবর নাকি বঙ্গাব্দের প্রচলন করেছিলেন হজরত মহম্মদের মদিনা যাত্রার বছর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যখন থেকে হিজরী বর্ষ গণনারও শুরু। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আকবর বঙ্গাব্দের সূচনা-বর্ষ নির্দিষ্ট করেন তাঁর জন্মেরও ৯২০ বছর আগে থেকে যা কতখানি বাস্তবোচিত তা ভেবে দেখার মতো।এর পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যদি ঐ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বঙ্গাব্দের সূচনা হয় তবে ১৫৫৬-য় বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত ৯৩৪ এবং এবছর হওয়া উচিত ১৪০০ সাল ১৪৩০ নয়।এখানে আবার এক নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় চান্দ্রবর্ষের নিয়ম মেনে যেহেতু ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হিজরি ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৯৬৩ অব্দ ছিল বঙ্গাব্দও হবে ৯৬৩ যদিও হিজরি ক্যালেণ্ডার দেখিয়ে সৌরপঞ্জিকা ভিত্তিক বঙ্গাব্দ গণনায় এই তিরিশ বছর তফাতের কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা কিন্তু পাওয়া যায় না।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যনীয়, বঙ্গাব্দের মাস এবং বারের নাম কিন্তু হিন্দু সৌরপঞ্জিকা মতে বৈশাখ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় এবং সোম মঙ্গল বুধই রইলো,যে নামের সঙ্গে কোন মিল নেই চান্দ্রমাস অনুযায়ী ইসলামী হিজরী বর্ষপঞ্জীর সাথে।আরও বলার এই যে সম্রাট আকবর তো সারা ভারতের অধিপতি ছিলেন তিনি অন্য কোন প্রদেশ বা অঞ্চল বাদ দিয়ে যে তালুকে তিনি কখনও পা দেননি কেবলমাত্র সেই সুদূর বঙ্গদেশের জন্য এক পৃথক বর্ষপঞ্জী প্রচলন করতে প্রয়াসী হবেন? বঙ্গাব্দ যে আকবর চালু করেছিলেন এমন কোন উল্লেখ 'আইন-ই-আকবরী' বা অন্য কোন প্রামান্য নথিতেও নেই।যদি সত্যই তিনি বঙ্গাব্দের প্রচলন করে থাকতেন তাহলে এ ঘটনা অস্বাভাবিক নয় কি?অন্যদিকে দীন-ই-ইলাহির মতো বর্ষগণনার বিভিন্ন রীতির মিশ্রনে তারিখ-ই-ইলাহি প্রবর্তনেরও তাঁর প্রয়াস সফল হয়নি। এদিকে বাংলার কয়েকটি সুপ্রাচীন (আকবরের জন্মের সময়কালেরও আগেকার) মন্দিরগাত্রে এবং তাম্রলিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখে অনুমান করা যায় যে আকবরের জন্মের আগে থেকেই বঙ্গাব্দের প্রচলন হয়েছিল এবং হিসেব অনুযায়ী রাজা শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের সময় থেকেই-হয়ত ইসলামি হিজরি বর্ষপঞ্জীর মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানকল্পে সম্রাট আকবর বঙ্গাব্দ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় প্রচলন করেছিলেন। যদিও এ বিষয়ে আরো গবেষণা চলতেই পারে।

প্রসঙ্গত বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ছিলেন বঙ্গভূমি তথা বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক। তাঁর বংশ পরিচয় ও রাজত্বলাভ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনমান্য তথ্যের ঘাটতি থাকলেও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তিনি ছিলেন মগধের অন্যতম গুপ্ত সম্রাট মহাসেন গুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী বা ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন-এমন একটি অপপ্রচার চলছে কোন কোন মহু দ্বারা। কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য না হলেও বৌদ্ধাবলম্বী চিনা পর্যটক হিউএন সাং রচিত 'সি-ইউ-কি' গ্রন্থে বিধৃত বিবরন শুধু শশাঙ্কের আমলে বাংলার সামগ্রিক চরম উন্নতির নিদর্শন নয়-তাঁর রাজত্বকালে তাঁর রাজধানী কর্নসুবর্নের অদূরে সাম্যথিয় বৌদ্ধ শাখার দশটি মঠের সমন্বয়ে বিকশিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সুস্থিত অবস্থানেরও যা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগ অপ্রমান করে। উল্লেখ্য সেই দশটি মঠের সঙ্গে ছিল হিন্দুমন্দিরও যা প্রমাণ করে যে শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী বা ধর্মবিদ্বেষী তো ছিলেনই না বরং তাঁর আমলে ছিল ধর্মীয় সহাবস্থানের আবহ।

বস্তুত শৈবপূজারী হলেও শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমান নেই। দাদা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু প্রতিশোধ গ্রহণ ও রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে যুদ্ধে পরাজিত করার মানসে বারংবার বাংলা আক্রমন করেও সফল হননি। শশাঙ্ক ছিলেন প্রবল বলশালী; বহির্শত্রুর আক্রমণ রুখতে বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হিসেবে আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি যদি কঠোর হয়েও থাকেন তদ্দ্বারা প্রমানিত হয় না যে তিনি ছিলেন বৌদ্ধবিরোধী বরং তিনি ছিলেন এক উচ্চ মানসিকতার মানুষ।প্রসঙ্গত বানভট্ট হর্ষবর্ধনের সভাকবি বিধায় তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের অবিমিশ্র প্রশংসা ও শশাঙ্কের প্রতি নিন্দামন্দ থাকবে-এই তো স্বাভাবিক। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বোধিবৃক্ষ উৎপাটনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিপ্রশ্ন স্বভাবিকভাবে উঠতেই পারে যে যদি শশাঙ্ক এতটাই 'বৌদ্ধবিদ্বেষী' হয়ে থাকেন তবে তাঁর আমলে এতগুলি প্রচলিত বৌদ্ধমঠের কোনটিই কেন উচ্ছেদ হল না কিংবা সেগুলির অস্তিত্ব যথারীতি বহাল রইলো?এমনকী হিউএন সাং এর অধ্যয়ন স্থল নালন্দা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জনেও শশাঙ্কের সদর্থক ভূমিকা ছিল। উল্লেখ্য ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এবিধ অভিযোগের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অনেকের মতে তাঁর তথাকথিত বৌদ্ধবিরোধী অবস্থান যতখানি রাজনৈতিকভাবে ছিল ধর্ম হিসেবে ততখানি নয়। দ্বিতীয়ত তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে হর্ষবর্ধনের বারংবার আক্রমনে বিরক্ত ও শঙ্কিত তিনি বৌদ্ধবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন (যা হয়ত সে সময়ে খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না, বিশেষত তীব্র ব্রাহ্মন্যবিরোধী কট্টর বৌদ্ধ হর্ষবর্ধনের আমলে সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মনকুলের কনৌজ পরিত্যাগপূর্বক পূর্বে বঙ্গদেশ ও কামরূপ অঞ্চলে বসবাসে বাধ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে)।

শশাঙ্ক ছিলেন এক ব্যতিক্রমী রাজা যিনি নিজের পরিশ্রম ও জ্ঞানের মাধ্যমে পূর্ব ও উত্তর ভারতে বিশাল এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর আমলের আগে পর্যন্ত বড় বড় সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে এই বঙ্গভূমি শাসিত হত। ষষ্ঠ শতকের শেষ লগ্নে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহনের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাঁর সাম্রাজ্যএকসময় মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই অর্থে ' রাজা শশাঙ্ক বাঙ্গালীর আত্মশ্লাঘার প্রতিভু। তাঁকে জানা ও চর্চার মাধ্যমে বাঙ্গালীর আত্মপরিচয় সন্ধানে পরিক্রমা এক সদর্থক প্রয়াস ঘটে।

দুর্ভাগ্যের আজ কতিপয় আত্মঘাতী বাঙালি ও তাদের অনুকরনে বাঙ্গালির স্বনিযুক্ত কিছু সাংস্কৃতিক অভিভাবকরা বাংলা ও বাঙ্গালির প্রকৃত সংস্কৃতি ও ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় মেতেছেন 'বৃহৎ বাঙ্গালি'র খোঁজে'— এদের নিদান পয়লা বৈশাখ বাঙ্গালির নিজস্ব উৎসব গণ্য করা কুপমণ্ডুকতা, যেহেতু 'বৃহৎ বাঙ্গালি'র বহু সংস্কৃত্রি বহতা ধারায় এ পুষ্ট । বাংলা নববর্ষের সাথে গৌড়রাজ শশাঙ্কের কোন সম্পর্ক না থাকার কথা প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে উদাহরন সহযোগে বোঝাতে গিয়ে এরা কটাক্ষ করেন- ইংরেজরা না থাকলে নাকি পয়লা বৈশাখের উৎসবও থাকত না এবং ইতিহাসকে অস্বীকার করে কটাক্ষ করেন 'নববর্ষ সন্ধানে জনা কয়েক পণ্ডিতম্মন্য আজকাল কর্ণসুবর্নের রাজা শশাঙ্ক অবধি পৌঁছে গিয়েছেন' ইত্যাদি। ভিন্নমত প্রকাশ পেলেই তা 'হিন্দুত্ববাদী' বা যথেষ্ট 'বৃহৎবাঙ্গালি' নয় এমনভাবে দাগিয়ে দেওয়ার এঁদের প্রবণতা বোধকরি সুস্থবিতর্কের পরিসরটিকেই বিঘ্নিত করে— বিভ্রম জাগে হিন্দু হওয়া এবং তা ব্যক্ত করা কি সুস্থ সঠিক চিন্তা, সত্য অন্বেষণের প্রতিবন্ধক?

প্রসঙ্গত রমেশচন্দ্র মজুমদারকে উদ্ধৃত করে 'সন' শব্দটির বাংলায় প্রচলন তিব্বতি নৃপতির নাম থেকে এমন একটি প্রচারের অপকৌশল চললেও শামসুজ্জামান খান প্রমুখের দাবি — সন ও সাল যথাক্রমে আরবি ও ফারসি শব্দ হেতু বাংলা সন বা সাল একজন মুসলিম রাজা বা সুলতানেরর প্রবর্তন, যদিও অমর্ত্য সেন মহাশয়ও এ মতের বিরোধিতায় বলেছেন, এর ঐতিহ্যবাহী নাম বঙ্গাব্দ।

অতএব বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গাব্দের প্রচলনের আদি-সন্ধানে যদি কেউ 'কর্ণসুবর্নের রাজা শশাঙ্ক অবধি পৌঁছে গিয়ে' থাকেন তাতে দোষের কিছু নেই; এ চর্চা ভ্রান্ত তো নয়ই বিপজ্জনকও নয়।বরং বাঙ্গালির গৌরবজ্জ্বল অতীতকে ভুলিয়ে দেওয়ার ও মিথ্যাপ্রচারে বিভ্রান্ত করার চতুর অপপ্রয়াস সম্বন্ধে সজাগ সচেতন হতে সহায়ক হবে। এর সঙ্গে নেই কোন বিরোধ 'বৃহৎবাঙ্গালি' হওয়ারও কারণ এ বাঙ্গালীর আত্মপরিচিতির শিকড়-সন্ধানেই গভীরে যাওয়া-এতে ঋদ্ধ হবে সকল বাঙালিই।

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী — মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

''শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব — বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থবাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় — রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ নয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)

(সহাস্যে) — ''হ্যাঁ গো!

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে পুলিশকর্মী ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এই ঘটনা যিনি ঘটিয়েছেন, তিনি একজন পুলিশকর্মী। অর্থাৎ, কিডন্যাপ করার অভিযোগ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। ভোরবেলায় চায়ের দোকান থেকে ব্যবসায়ীকে অপহরণ। তিরিশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবি। পরে মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দেখে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার অপহৃত ব্যবসায়ী। বিষয়টি জানালেন খোদ সিপি। অপহরণে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর নাম অশোক দাস।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৈদ্যবাটি পদ্মাবতী কলোনির বাসিন্দা তারক ভৌমিক (৬৪)। পরিবারের দাবি, সোমবার ভোরে নিজের দোকান থেকে বৃদ্ধকে একটি গাড়ি অপহরণ করে। তারপর বাড়িতে ফোন করে তিরিশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। তাঁর একটি চায়ের দোকান রয়েছে হুগলির পিয়ারাপুর দিল্লি রোডের পাশে। শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ করে বৃদ্ধের পরিবার। পুলিশ তদন্তে নামে। রাতে আবারও মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে।সেই ফোনের লোকেশান দেখে শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে অভিযুক্ত কিডন্যাপার অশোক দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অপহৃত বৃদ্ধের এক মেয়ে জানান, তআমার বাবার তো কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই। তাহলে কেন এমন করল জানি না। আমি চাই দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি

পুলিশ সূত্রে খবর, অশোক দাস একজন পুলিশকর্মী। অপহৃত বৃদ্ধকে হাত বাধা অবস্থায় উদ্ধার করেছিল পুলিশ। চন্দননগর আদালতে এএসআই পদে কর্মরত। অভিযুক্তের বাড়ি শেওড়াফুলি রাজার বাগান এলাকায়। মঙ্গলবার ধৃতকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, অপহৃত বৃদ্ধের ছেলে কিছুদিন আগে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর হাতে গ্রেপ্তার হয় মাদক মামলায়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। উনি অনেক ধার করে ফেলেছিলেন। সেই ধার পরিশোধ করতেই এই কাজ করেছেন।

নববর্ষে বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে সুইমিং প্রতিযোগিতা।

১৪৩২টি ডুবে বাংলার ১৪৩২ বর্ষকে স্বাগত বিষ্ণুপুরের বাসিন্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাংলার ১৪৩২ সালকে স্বাগত জানালো ১৪৩২টি ডুব দিয়ে বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা সদানন্দ দত্ত। ইংরেজি হোক বা বাংলা প্রত্যেক নববর্ষকে স্বাগত জানাতে সালের সংখ্যা অনুযায়ী ডুব

দিয়ে থাকে। সদানন্দের লক্ষ্য তার গ্রিনিসবুকে রেকর্ড করা। আর সেই লক্ষ্যেই অবিচল থেকে এই কর্মসূচি প্রত্যেক নববর্ষে তিনি জানান ইংরেজি সালকে স্বাগত জানাতে মল্লরাজ এলাকার লালবাঁধে এবং বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে যমুনাবাঁধে ডুব দেন এবং পাশাপাশি শরীরকে নীরোগ রাখতে সাঁতার কাটার পরামর্শ দেন সকলকে।

সদানন্দবাবুর এই কর্মসূচিকে দেখতে স্থানীয় মানুষজনরা ভিড় জমায় যমুনাবাঁধের পাড়ে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই উপস্থিত থাকেন। ১৪৩২টি ডুব দিয়ে বাঁধের জল থেকে উঠা মাত্রই করতালি ও পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্থানীয় মানুষজন ও স্থানীয় কাউন্সিলর।

উপস্থিত স্থানীয় কাউন্সিলরের বক্তব্য, তাঁদের ইচ্ছে সদানন্দবাবুর বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছক এটাই চান তাঁরা। তবে মফস্বল এলাকা বলে হয়তো সদানন্দ তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে তার পাশে তিনি সহ স্থানীয় মানুষরা সদানন্দবাবুর পাশে আগামী দিনেও রয়েছেন বলে তিনি জানান।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে পয়লা বৈশাখের দিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হল। মঙ্গলবার সকাল নটার সময় পুরসভার সামনে থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় শোভাযাত্রার সামনে মহিলারা ব্যানার নিয়ে পদযাত্রা শুরু করেন সামনে ঢাকিরা ঢাক বাজাতে বাজাতে এগোতে থাকে। এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তরুণ তরুণীরা শহরের বিদ্বজনেরা থেকে সাধারণ মানুষ। ছেলেমেয়েরা নৃত্যের মাধ্যমে গান গাইতে গাইতে এই পদযাত্রায় শামিল হয়। রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে এই শোভাযাত্রা কিছুক্ষণের জন্য থেমে থাকে তখন নৃত্যের মাধ্যমে গানের মাধ্যমে পয়লা বৈশাখকে স্বাগত জানানো হয়।

এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সুব্রত মুখার্জি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব সহ প্রাক্তন পুরচেয়ারপার্সন অদিতি কুন্ডু সহ বেশ কিছু কাউন্সিলররা। এই শোভাযাত্রা শেষ হয় উত্তরপাড়া টিকিট কাউন্টারের সামনে। এই প্রসঙ্গে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন রাজ্য সরকারের সুপারিশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা হয়, পুরসভার সামনে থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রায় উত্তরপাড়ার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন শেষ হয় স্টেশনের সামনে এটা প্রতিষ্ঠা দিবসও বলা যায়।

নববর্ষে বাংলা দিবস উপলক্ষে সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয় মঙ্গলবার। সেইমতো এদিন কাঁকসা ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন সকালে কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর অঞ্চলের পক্ষ থেকে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় থেকে প্রয়াগপুর মোড় পর্যন্ত পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এদিনের শোভাযাত্রায় কয়েক শো মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রায় শুধু রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা নয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরও অংশগ্রহণ করে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশে সকল ধর্ম, সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে পয়লা বৈশাখ কে সামনে রেখে শান্তি ও সম্প্রীতির শোভাযাত্রা করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পিরু খান, ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না বাগদি, উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রী ও কর্মী সমর্থকরা।অন্যদিকে এদিন পয়লা বৈশাখ ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে কাঁকসা অঞ্চলের পক্ষ থেকে পানাগড় বাজারে একটি সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে শোভাযাত্রা করেন কাঁকসা অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। পানাগড় বাজারের গুরুদুয়ার থেকে পানাগড় বাজারের মাছ বাজার পর্যন্ত এদিন শোভাযাত্রা টি অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, তৃণমূল নেতা পল্লব ব্যানার্জি,পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী ব্যানার্জি ও সমীর বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নব কুমার সামন্ত,তৃণমূল নেত্রী দেবযানী মিত্র,তৃণমূল নেতা হিরন্ময় ব্যানার্জি সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

বিশ্ব শিল্পকলা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পয়লা বৈশাখ বিশ্ব শিল্পকলা দিবস উপলক্ষে এবং বিশ্ব বিখ্যাত লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জন্মদিন উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে বর্জিত স্ক্র্যাপ দিয়ে সুন্দর একটি লিবার্টি অফ স্ট্যাচু প্রতিষ্ঠা হলে। হুগলির উত্তরপাড়ার দোলতলার গঙ্গার ঘাটে মঙ্গলবার বিশ্ব শিল্পকলা দিবস পালন করা হয়।

এই উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে পুরসভার উদ্যোগে কৃষ্টির সহযোগিতায় একটি অনুষ্ঠান হয়। এখানে অংকনের মাধ্যমে শিল্পীরা ক্যানভাসে নানা রকম চিত্র আঁকতে থাকেন যেটা সবাইকে চমক দিয়েছে, পুরসভার কর্মীরা বর্জিত স্ক্র্যাপ সংগ্রহ করে কৃষ্টির শিল্পীদের হাতে তুলে দেন সেই শিল্পীরা ১৫ দিন ধরে একটি সুন্দর উচ্চতা বিশিষ্ট একটি স্ট্যাচু তৈরি করেন। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সুব্রত মুখার্জি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী বিশ্বাস সহ বেশ কিছু কাউন্সিলররা ও সাধারণ মানুষজন। এই প্রসঙ্গে পুরচেয়ারম্যান বলেন, ‘পুরসভার উদ্যোগে কৃষ্টির শিল্পীরা সুন্দরভাবে বিশ্ব শিল্পকলা দিবস উপলক্ষে স্ট্যাচু বানিয়েছে পুরসভার বর্জিত স্ক্র্যাপ দিয়ে। সাধারণ মানুষকে বলি আপনারা স্ক্র্যাপ সংগ্রহ করে পুরসভার হাতে তুলে দেবেন তাতে অনেক কিছু কাজ হবে। সবাইকে

ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃষ্টির শিল্পীদের ধন্যবাদ জানাই।’

দেওয়াল চাপা, মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রবিবার সন্ধ্যায় জল ঝড়ের সময় গোয়ালতোড় থানা এলাকার হুমগড় গ্রামে দেয়ালচাপা পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃতা মহিলার নাম গীতা লোহার। বয়স ৬৫ বছর। তার পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় গ্রামের অন্যান্যদের সঙ্গে পাশের জালপানালি গ্রামের ঠাকুর মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড়ের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে সবাই বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি পাকা বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে। তাতে চাপা পড়েন গীতা দেবী। রাত্রে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সোমবার সকালে এলাকার কয়েকজন তাকে দেয়াল চাপা অবস্থায় দেখতে পেয়ে গোয়ালতোড় থানায় খবর দেন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে।

এটিএমে প্রথমজন দ্বিতীয়জনের হাতে কামড়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির চুঁচুড়ার খাদিনামোড়ে রয়েছে একটি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কিয়স্ক। এটিএমে এক ব্যক্তির হাত কামড়ে রক্ত বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল আর একজনের বিরুদ্ধে। চেঁচামেচি শুনে ছুটে এলেন আশপাশের লোকজন। মঙ্গলবার সকালে সেখানেই এই ঘটনা ঘটে।

জানা গিয়েছে, ওই কিয়স্কে পাশবুক আপডেট করাতে যান দুই গ্রাহক। প্রথমে যিনি আপডেট করাচ্ছিলেন, তাঁর কাছে প্রায় ছ'টি পাশবই ছিল। মেশিনে আপডেট করতে সময় লাগছিল তাঁর। পিছনে অপেক্ষায় থাকা অপর গ্রাহক সামনের জনকে বলেন, তাঁর একটা পাশবই আপডেট করতে হবে, ছেড়ে দিতে, তিনি জানান, তাঁর একটু তাড়া আছে।

প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান, একে অপরের গায়ে হাত তুলতে যান ওই দুই গ্রাহক। এরপরই শুরু হয় বচসা। প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে জায়গা না ছেড়ে গালাগালি দেন বলে অভিযোগ। দ্বিতীয় জনও পাল্টা গালি দিতেই, হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এরপরই প্রথমজন দ্বিতীয়জনের হাতে কামড়ে দেন বলে অভিযোগ। রীতিমতো রক্ত বেরিয়ে আসে হাত থেকে। কিয়স্কে তখন নিরাপত্তা রক্ষী ছিলেন। তিনি জানান, প্রথম গ্রাহক হঠাৎ মাথা গরম করে মারেন ও কামড়ে দেন লাইনে থাকা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে। অভিযুক্ত গ্রাহকের দাবি, তাঁর মুখ চেপে ধরায়, বাধ্য হয়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন ও নববর্ষ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

সাংস্কৃতিক কর্মী মানবি সরকারের উদ্যোগে নববর্ষের সন্ধ্যায় বাড়ির ছাদে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত সিড়ির বিধায়ক সহ সিউড়ি শহরের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

হালখাতা, বাংলা ক্যালেন্ডার আজ অতীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নতুন বছরের প্রথম দিন আর দোকানে দোকানে হালখাতা যেন সমার্থক। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবিটা যেন কিছুটা হলেও ফিকে হতে শুরু করেছে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো, হালখাতার মিষ্টির প্যাকেট সঙ্গে বাংলা ক্যালেন্ডার-এখন এসব অতীত। হালখাতা নিয়ে আর তেমন উন্মাদনা দেখা যায় না ব্যবসায়ী থেকে খদ্দের সাধারণ কারও মধ্যেই। এর পিছনে হিসা রক্ষকের ভূমিকা লাল কাপড়ে মোড়া খাতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে কম্পিউটার। এমনটাই মত অনেকের।

একটা সময় হালখাতা উৎসবের তালিকায় ঢুকে পড়েছিল। ছাপা হতো বাহারি কার্ড। সেই সব কার্ডে মাটির সরাতে কলাগাছের পাতা, ডাব এবং উপরে গণেশের ছবি থাকতো। কিন্তু এখন আর হালখাতার কার্ড সেহারে ছাপা হয় না। বাংলা বছরের প্রথম দিনে এই উৎসবও সেই জাঁকজমকে একটা পালন হয় না। দোকানে দোকানে পূজোর ঝক্কিও নিতে চাইছেননা ব্যবসায়ীরীরা। তার জায়গা স্থানীয় কোন মন্দিরে লাল কাপড়ে মোড়া নতুন খাতা নিয়ে ‘কাজ’ সেরে ফেলছেন অনেকেই। আর এসবের কারণেই অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলা নববর্ষের এই উৎসব।

বাঁকুড়া শহরের একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার দামোদর দে বলেন, কম্পিউটার এসে যাওয়ার পর হালখাতা নিয়ে মানুষের উন্মাদনা কমেছে, এখন দোকানে দোকানে আর সেভাবে পূজা হয়না, মন্দিরে এসেই নববর্ষের পূজা সেরে নিচ্ছেন অনেকেই বলে তিনি জানান।

FUSION

ফিউশন সিএক্স লিমিটেড

(পূর্বের নাম: ফিউসন সিএক্স প্রাইভেট লিমিটেড; (আরো পূর্বের নাম: এক্সপ্লোর-টেক সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড)

CIN: U72900WB2004PLC097921

প্লট নং. Y9, ব্লক EP এবং GP সেক্টর-5, বিধান নগর, সল্ট লেক, কলকাতা-700091, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বিজ্ঞপ্তি, কোম্পানীজ অ্যাক্ট, 2023 (‘‘**আইন**’’) এর ধারা 201 অনুসারে জানানো যাচ্ছে যে, ফিউশন সিএক্স লিমিটেড (পূর্বতন নাম: ফিউশন সিএক্স প্রাইভেট লিমিটেড; (আরো পূর্বের নাম: এক্সপ্লোর-টেক সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড) (‘‘**কোম্পানী**’’) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য কোম্পানীজ অ্যাক্ট, 2013-র ধারা 196, 197, 198 এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলি ও শিডিউল V অনুযায়ী আবেদন করতে ইচ্ছুক, যাতে শ্রী পঙ্কজ ধানুকা (DIN: 00569195), যিনি একজন বিদেশী নাগরিক, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং OCI (ওভারসীজ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া) কার্ডধারী, তাকে কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ("CMD") পদে নিয়োগ করা যায়। এই নিয়োগের মেয়াদ হবে পাঁচ (5) বছর, যা কার্যকর হবে 28 শে মার্চ, 2025 থেকে, এবং এটি নমিনেশন এবং রেমুনারেশন কমিটি ("NRC") এর 28 শে মার্চ, 2025 তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সুপারিশপ্রাপ্ত ও পরিচালনা পর্ষদের একই তারিখে গৃহীত এবং কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা 29 শে মার্চ, 2025 তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

ফিউশন সিএক্স লিমিটেড এর পক্ষে
(পূর্বের নাম: ফিউশন সিএক্স প্রাইভেট লিমিটেড);
(আরো পূর্বের নাম: এক্সপ্লোর-টেক সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড)
স্বাক্ষরিত-
বরুণ সিংহ
(কোম্পানী সেক্রেটারি)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 15 এপ্রিল, 2025

FUSION

ফিউশন সিএক্স লিমিটেড

(পূর্বের নাম: ফিউসন সিএক্স প্রাইভেট লিমিটেড; (আরো পূর্বের নাম: এক্সপ্লোর-টেক সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড)

CIN: U72900WB2004PLC097921

প্লট নং. Y9, ব্লক EP এবং GP সেক্টর-5, বিধান নগর, সল্ট লেক, কলকাতা-700091, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বিজ্ঞপ্তি, কোম্পানীজ অ্যাক্ট, 2023 (‘‘**আইন**’’) এর ধারা 201 অনুসারে জানানো যাচ্ছে যে, ফিউশন সিএক্স লিমিটেড (পূর্বতন নাম: ফিউশন সিএক্স প্রাইভেট লিমিটেড; (আরো পূর্বের নাম: এক্সপ্লোর-টেক সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড) (‘‘**কোম্পানী**’’) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য কোম্পানীজ অ্যাক্ট, 2013-র ধারা 196, 197, 198 এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলি ও শিডিউল V অনুযায়ী আবেদন করতে ইচ্ছুক, যাতে শ্রী কিশোর সারাওগী (DIN: 00623022), যিনি একজন অনাবাসিক ভারতীয়, তাকে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ("MD") পদে নিয়োগ করা যায়। এই নিয়োগের মেয়াদ হবে পাঁচ (5) বছর, যা কার্যকর হবে 28 শে মার্চ, 2025 থেকে, এবং এটি নমিনেশন এবং রেমুনারেশন কমিটি ("NRC") এর 28 শে মার্চ, 2025 তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সুপারিশপ্রাপ্ত ও পরিচালনা পর্ষদের একই তারিখে গৃহীত এবং কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা 29 শে মার্চ, 2025 তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

ফিউশন সিএক্স লিমিটেড এর পক্ষে
(পূর্বের নাম: ফিউশন সিএক্স প্রাইভেট লিমিটেড);
(আরো পূর্বের নাম: এক্সপ্লোর-টেক সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড)
স্বাক্ষরিত-
বরুণ সিংহ
(কোম্পানী সেক্রেটারি)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 15 এপ্রিল, 2025

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুনেশন ১৫(১)(এ)]

কলকাতাস্থ ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১

ডায়রি নং : ১৩৭-২০২৫ সালের
এস.এ. নং ৪৪-২০২৩ ডিআরটি - ১, কলকাতা, উদ্ভূত
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
... আবেদনকারী
বনাম
মেসার্স টাইমস ফেরো অ্যালয়জ প্রা. লি. এবং অন্যান্য
... বিবাদিগণ

প্রতি,
১) মেসার্স টাইমস ফেরো অ্যালয়জ প্রা লি., অফিস : বিই-২০৩, সেক্টর -১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৬৪। **(বিবাদী নং ১)**।
২) শ্রীমতি ইন্দু আগরওয়াল, স্বামী ত্রিলোক চন্দ্র আগরওয়াল, সাকিন : বিই-২০৩, সেক্টর -১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৬৪। **(বিবাদী নং ২)**।
৩) নরেশ কুমার আগরওয়াল, পিতা প্রয়াত আর ডি আগরওয়াল, সাকিন : বিই-২০৩, সেক্টর -১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৬৪। **(বিবাদী নং ৩)**।
৪) ত্রিলোক চন্দ্র আগরওয়াল, পিতা প্রয়াত আর ডি আগরওয়াল, সাকিন : বিই-২০৩, সেক্টর -১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৬৪। **(বিবাদী নং ৪)**।

সমন

যেহেতু আবেদনকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৮ ধারা অধীনে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১ কলকাতা কর্তৃক নির্দেশ/বিচার এবং অন্যান্য অব্যহতির বিরুদ্ধে। এতদ্বারা আপনাদের এই ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০টায় বা অব্যবহিতভাবে ট্রাইবুনালের সুবিধামতো ৩০.০৪.২০২৫ তারিখে লিখিত প্রতিবেদন মাধ্যমে উত্তর দাখিলের জন্য এক আবেদন দাখিল করেছে।
২. আপনারা কোনও নথিতথ্য দাখিল করতে চাইলে, লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটি তালিকা সহ দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং ট্রাইবুনাল সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত প্লিডার/আইনজীবী মারফত হাজিরার ক্ষেত্রে হাজিরার আবেদন দাখিল করবেন।
৪. আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ৪ এপ্রিল, ২০২৫।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **‘‘যেখানে যেমন অছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে’’, এবং ‘‘যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’’ ০৩.০৫.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বরিষা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৭,১৪,৭৩৫.০০ টাকা** (সতের লাখ চোদ্দ হাজার সাতশ পঁয়ত্রিশ টাকা) ৩০.০৪.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রী নির্ঝর গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত বন্ধকদাতা শেখর গাঙ্গুলির আইনি উত্তরাধিকারী) এবং শ্রীমতী চায়না গাঙ্গুলি (সহ-ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত বন্ধকদাতা শেখর গাঙ্গুলির আইনি উত্তরাধিকারী) উভয়ের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১এ, ১ম তল (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, পো. জোকা, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রী নির্ঝর গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলি-বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারী)** **শ্রীমতি চায়না গাঙ্গুলি (সহ ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলি-বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারী)** **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলা (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, পো : জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০১০৪। **খ) বড়িশা শাখা।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৮৯ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলা, (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, জেএল নং ২২, মৌজা : কালুয়া, আরএস নং ৩৩৬, আরএস দাগ নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৬, পো : জোকা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলি এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সৌগত রায়ের ভবন; দক্ষিণে : খালি জমি; পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক; পশ্চিমে : খালি জমি।	**১৭,১৪,৭৩৫.০০ টাকা** (সতের লাখ চোদ্দ হাজার সাতশ পঁয়ত্রিশ টাকা) **৩০.০৪.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৬,৫৭,০০০.০০ টাকা (*)** (ষোলো লাখ সাতান্ন হাজার টাকা) **খ) ১,৬৫,৭০০.০০ টাকা** (এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50160754474** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৬.০৪.২০২৫ থেকে ০২.০৫.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৩.০৫.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৩.০৩.২০২৫/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মুর্শিদাবাদে অশান্তির মূল চক্রীরা অধরাই !

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: কয়েকদিন থেকেই বারবার একই প্রশ্ন উঠছিল। মুর্শিদাবাদে সংশোধিত ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে অশান্তি ছড়ানোর পিছনে কাদের হাত রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছে। পুলিশ ঘটনায় দুই শতাধিক জনকে গ্রেপ্তার করলেও অন্তরালের মূল চক্রীরা অধরা বলে দাবি সাধারণ মানুষের। এরই মাঝে চটিপড়া বিএসএফ জওয়ানের তত্ত্ব উঠে এসেছে। চটিপড়া বিএসএফ কি তা হলে আনসারুল্লা বাংলা টিমের (এবিটি) সক্রিয় সদস্য? গোয়েন্দাদের একাংশ এই দাবিকেই মান্যতা দিয়েছেন। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, সামশেরগঞ্জের পূর্ব দিকে রয়েছে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ। চাপাই নবাবগঞ্জে এবিটি অতি সক্রিয়। আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্যরা মৎস্যজীবীর বেশে ভারতে ঢুকে গোপন ডেরা বেঁধে এপারে অশান্তি ছড়াচ্ছে।

এক সপ্তাহ অশান্তির আগুনে জ্বলছিল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার রঘুনাথগঞ্জ, সুতি, সামশেরগঞ্জ। আতঙ্কে স্বাভাবিক জনজীবন

বেহাল হয়ে পড়েছিল। দুষ্কৃতী তাণ্ডবে বহু পরিবার বাড়ি ঘর ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে ভিন জেলা বা ভিন রাজ্যে আশ্রয় নিতে পাড়ি দিয়েছেন। বিশাল সংখ্যক কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে সোমবার থেকে শান্তি ফিরতে শুরু করে। ছন্দে ফিরতে শুরু করে উত্তপ্ত সামশেরগঞ্জ। এরই মাঝে সোমবার দুপুরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় জাফরাবাদে। এই গ্রামেই দুষ্কৃতী তান্ডবে নির্মম মৃত্যু হয়েছে বাবা ছেলের। মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখার্জিরা ওই গ্রামে ঢুকতেই অশান্তি ছড়ায়। যদিও দ্রুত কেন্দ্র বাহিনী সেই পরিস্থিতির সামাল দেয়। তারপর থেকে নতুন করে আর কোন অশান্তি ছড়ায়নি। ঘর ছাড়াদের ঘরে ফেরাতে প্রশাসনিক তোরজোর শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

তবে সবার মনে একটাই প্রশ্ন ঘটনার পিছনে কাদের মদত রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন তাদের চিহ্নিত করছে না কেন। তদন্তে উঠে আসছে আনসারুল্লা বাংলা টিমের নাম। বাংলাদেশ থেকে ভারতের মুর্শিদাবাদে ঢোকা এবিটির সদস্যদের কাছে জলভাত। গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে ডুব সাঁতারেই আসা যায় সামশেরগঞ্জে। বিস্তীর্ণ এলাকায় রয়েছে আর্ন্তজাতিক জল সীমান্ত। একপাড়ে রয়েছে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ। যেখানে এবিটি অতি সক্রিয়। অন্যপাড়ে ভারতের সামশেরগঞ্জ। সীমান্ত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বিএসএফের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার থানাগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে। গোয়েন্দাদের দাবি, অতীতে মুর্শিদাবাদে জেএমবি স্লিপার সেল করেই বিভিন্ন নাশকতা চালিয়েছে। খাগড়াগড় কান্ড সামনে আসায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও মিলেছে। এবার জেএমবির জায়গায় অতি সক্রিয় এবিটি। গোয়েন্দাদের তথ্য ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বাবা ছেলেকে নৃশংস খুনে গ্রেপ্তার ২, বাকিদের খোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: সামশেরগঞ্জ থানার জাফরাবাদে বাবা ছেলেকে নৃশংস খুনের ঘটনায় অবশেষে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। পুলিশের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে খুনের ঘটনায় জড়িত বলে ওই দুজনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এদিন তাদের বীরভূম ও সুতি থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বীরভূমের মুরারই থেকে গ্রেপ্তার করা হয় কালু নাদাবকে। অপরদিকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সুতি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দিলদার নাদাবকে। দু'জনেরই বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায়। এদিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এডিজি সাউথবেঙ্গল সুপ্রতীম সরকার বলেন, এই দুজন ছাড়া আরও কয়েকজনকে খুনের ঘটনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদেরও খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দোষীদের কাউকে ছাড়া হবে না।

অশান্ত জঙ্গিপুরের জাফরাবাদে লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগের ঘটনার আতঙ্ক এখনও দগদগে হয়ে রয়েছে। সেদিনই বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে বাবা হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দনদাসকে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। গ্রামের প্রায় পঞ্চাশটি বাড়িতে তান্ডব চালিয়ে বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দুষ্কৃতীরা এলাকা ছাড়ে। সুতি সামশেরগঞ্জের ঘটনায় ২২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও খুনেফ ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা অধরা ছিল। তিনদিন পর সেই ঘটনায় খুনের ঘটনায় জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, দুজনকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয়েছিল। বীরভূম ও সুতি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি তদন্তের জন্য সিট গঠন করা হয়েছে। এলাকায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ২ হাজার ৯৩টি সোস্যাল মিডিয়া ব্লক করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, নতুন করে কোন অশান্তি ছড়ায়নি। এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। নববর্ষের দিন প্রচুর দোকান খুলেছে। এদিকে মঙ্গলবার থেকে জঙ্গিপুর ছাড়া, কান্দি, বহরমপুর, লালবাগ, ডোমকল মহকুমায় কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

আইনজীবীর বাড়িতে লক্ষাধিক টাকার অলঙ্কার এবং নগদ লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে দরজা ভেঙে আইনজীবীর বাড়িতে লক্ষাধিক টাকার অলঙ্কার এবং নগদ এক লাখ দশ হাজার টাকা লুঠ করল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পাড়াসামুনডাই এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ওই আইনজীবীর বাড়িতে তদন্তে আসে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকার মাদকাসক্তদের জড়িত থাকার দাবি করেছেন আইনজীবী আব্দুর রহিম শেখ। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাড়াসামুনডাই এলাকায় আইনজীবী দম্পতি আব্দুর রহিম শেখ এবং নৌরিন বানু রবিবার তাঁরা এক আত্মীয়ের বাড়িতেই গিয়েছিলেন বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে। অনুষ্ঠান বাড়িতে রাত হয়ে যাওয়ার কারণেই সেদিন তাঁরা সেখান থেকে গিয়েছিলেন। এরপর এই সকালে ওই আইনজীবী দম্পতি বাড়ি ফিরে দেখেন মেন গেটের দরজা ভাঙা। তাতেই তাদের চক্ষুঙড়ক গাছ হয়ে যায়। এরপরই বাড়ির ভিতরে গিয়ে

দেখেন দুটি ঘরের দরজা ভেঙে সমস্ত জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। আলমারি এবং শোকেসের লক ভাঙা। তাতে চুরির বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

আইনজীবী আব্দুর রহিম শেখ জানিয়েছেন, রবিবার আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে অনুষ্ঠান বাড়ির দূরত্ব অনেকটাই। তাই আর বাড়ি ফিরে আসেন নি। সকালে এসেই দেখি ঘরের দরজাগুলো ভাঙ্গা। আলমারি ও শোকেসের জিনিসপত্র ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। আলমারিতে রাখা তিন ভরি সোনার গয়না এবং নগদ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। এই এলাকায় যেভাবে মাদকের নেশার কারবার বাড়ছে এবং মাদকাসক্তদের উৎপাতে জেরেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে এব্যাপারে কড়া নজরদারি চালানো উচিত।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, আইনজীবীর বাড়িতে চুরির ঘটনার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আশপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

সামশেরগঞ্জ কাণ্ডে রাজনৈতিক সমীকরণের দাবি অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: সামশেগঞ্জের ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক সমীকরণ রয়েছে। শাসকদল এবং বিরোধী বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমন অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি ঘটনার শুরু থেকে পুলিশ নিশ্চুপ ছিল কেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অধীরবাবুর দাবি, পুলিশের কোনও উচ্চপদস্ত কর্তার অঙ্গুলিহেলনে বা শাসকদলের শীর্ষ নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে এই ঘটনা ঘটেছে। সামশেরগঞ্জে মুসলিমরা হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছে বলে দাবি অধীরের।

অধীর চৌধুরী বলেন, জঙ্গিপুরে ৭০ শতাংশ হিন্দু প্রণব মুখার্জীকে ভোট দিয়ে দুবার লোকসভায় নিয়ে গিয়েছে। তাঁর ছেলেকে মুসলিম সম্প্রদায় নির্বাচিত করেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে আমাকে হারাতে শক্তিপুরে দাঙ্গা লাগানো হয়েছিল। এক বছর ধরে সেই দাঙ্গার আগুনে জ্বলছে মুর্শিদাবাদ। সামশেরগঞ্জের ঘটনার পিছনেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। শাসক দল তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি সাম্প্রদায়িক খেলা খেলছে। তার কারণেই মুর্শিদাবাদ আজ দাঙ্গায় অশান্ত।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গাম জেলা প্রশাসন ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হলো শুভ নববর্ষ বরন অনুষ্ঠান। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুভ বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল, রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারপার্সন কবিতা ঘোষ, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু, ঝাড়গ্রাম পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা। তাই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন ও তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন উপলক্ষে শুভ বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: একই দিনে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা ও গৌরবাজার অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের সাথে সাথে বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়।

মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। রাজ্যের প্রতিদিন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এই দিনটি গৌরবের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। পাশাপাশি মঙ্গলবার ই পড়েছে নতুন বাংলা বছরের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ। দুটি উৎসবকে এই একসঙ্গে পালন করছে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা বিধায়ক কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন। এই শোভাযাত্রাটি বিধায়ক কার্যালয় থেকে মনোগ্রাম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সকল মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয় গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

এই মিছিলে গোগলা অঞ্চল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছাড়াও মিছিলে পা মেলান দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ব্লক সভাপতি ও তৃণমূলের আরো অন্যান্য কর্মী সমর্থক। অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে এই দিনটি গৌরবের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। এই বিশেষ দিনটি যেমন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে পাশাপাশি এদিন রয়েছে পয়লা বৈশাখ। আর বাংলা নতুন বছরের শুভ আগমন হেতু সকলকে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মিষ্টি মুখ করানো হল এদিন।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে মিছিলে পা মেলালেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি এক নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি রূপু লালা সহ সিউড়ি শহর ও এক নম্বর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব।

নববর্ষে পড়ুয়াদের মুখে হাসি ফোটালো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাংলা নববর্ষের সকালটা একটু অন্য ভাবে শুরু করল পুড়শুড়া থানার পুলিশ। খুদে স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটালেন থানার ওসি থেকে শুরু করে অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে তীব্র গরমে তাদের হাতে জলের বোতল ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পুড়শুড়া থানার ওসি শুভজিৎ দে মঙ্গলবার নববর্ষের দিন ক্ষুদে স্কুল পড়ুয়াদের দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। নববর্ষের দিন সকলেই নতুন জামা কাপড় পড়ে পুজো পাঠে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি একটু ভালো খাওয়া দাওয়া করে আনন্দে উৎসবে মেতে ওঠে। তাই পুলিশকাকু স্কুল পড়ুয়াদের জন্য একটু আলাদা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেন। একদিকে থানা পুলিশ সম্পর্কে ছোট ছোট শিশুদের পরিচয় করানো এবং অন্যদিকে পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজে পুলিশের দায়িত্ববোধ নিয়ে কিছুটা ধারনা দেওয়া। তাছাড়া পুলিশ কাকুদের সঙ্গে যে পাশাপাশি বসে খ াওয়া যায় এবং তাদের সঙ্গে বাড়ির দাদা কাকুদের মতো মেলামেশা যায় সেই বিষয়ে উপলব্ধি তৈরি করার জন্য মুলত এই কর্মসূচি বলা যায়। প্রসঙ্গত, এলাকার নিরাপত্তা বা অপরাধ দমনে সর্বদা অন ডিউটি পুলিশ। কিন্তু মাঝে মধ্যেই খাকি উর্দির সেই চেনা কাঠখোট্টা থেকে বেরিয়ে আসে একটি নরম সত্ত্বা। তাই লাঠি, বন্দুকের মধ্যেই তাঁরা সময় বার করে হাতে তুলে নেন বই, খাতা, কলম। মঙ্গলবারের সকালটা স্থানীয় স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে দিয়েই সময় কাটান পুলিশ আধিকারিক শুভ্রজিৎ দে। আর এলাকার যে সকল খুদেরা পুলিশের নাম শুনলেই ভয় পেত, আজ তারাও পুলিশ কাকুদের সঙ্গে থানা ঘুরে দেখে। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমার এসডিপিও সমাজের ভবিষ্যৎ গড়তে, বঞ্চিত বা সুযোগ না পাওয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে মাঠে নেমেছেন। বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ক্লাস নেওয়া থেকে শুরু করে দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াছেন। অন্যদিকে শুধু আইন রক্ষাই নয়, তার বাইরেও আগামী প্রজন্মকে ভবিষ্যতের দিশা দেখাচ্ছেন পুরশুড়া থানার ওসি শুভজিৎ দে। এই বিষয়ে তিনি জানান, সমাজ গড়ার দায়িত্বও রয়েছে আমাদের ওপর। শিশুরা বড় হয়ে যদি মানুষ হয়ে ওঠে, সেটাই হবে বড় প্রাপ্তি। নববর্ষের দিন ছোট শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভাল লাগলো। অপরদিকে পুড়শুড়ার বাসিন্দা দিলীপ দাস বলেন, পুলিশের এই কাজ প্রশংসাযোগ্য। শিশুদের মধ্যে থানা সম্পর্কে আলাদা ধারনা। একটা ভয় কাজ করে। কিন্তু পুলিশ কাকুদের সঙ্গে পেয়ে শিশুরা আনন্দিত। সবমিলিয়ে এদিন পুরশুড়া থানার পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এলাকায় মানুষ।

তৃণমূলের উপপ্রধান আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে তৃণমূলের উপপ্রধান আক্রান্ত। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো দলীয় কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গ দিবসে আসার সময় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন সন্দেশখালির খুনলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। বিজেপির পালটা অভিযোগ তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট

মহাকুমার সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের খুনলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিপ্লব বর্মন মঙ্গলবার বিকেল বেলা পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে আসছিল। হাটগাছি হাই স্কুল মাঠের সামনে। সেই সময় খুলনা বাজারের ওখানে তার ভ্যান রিক্সার উপর তিনজন দুষ্কৃতী চড়াও হয়। তাকে এলোপাতাড়ি মারধর করে বলে অভিযোগ। তারপর সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে কোনওক্রমে পালিয়ে যান। সেখান থেকে পালিয়ে খুলনা অঞ্চলে চলে আসেন।

বিপ্লব বর্মনের অভিযোগ, তিনজন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী তঁকে পরিকল্পনা করে মারধর করছিল। সেজন্য এই পহেলা বৈশাখ তৃণমূলের ঘোষিত পশ্চিমবঙ্গ দিবসে তিনি আসতে পারেননি। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চলে ছড়িয়েছে পুরো বিষয়টা একদিকে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব কে জানিয়েছে। অন্যদিকে সন্দেশখালি থানায় মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন তিনি। এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতা পলাশ সরকার বলে এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সঙ্গে বিজেপি কোনও ভাবেই জড়িত নয় বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করতে এই ধরনের চক্রান্ত করছে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সিউড়ি তৃণমূল জেলা কার্যালয়ে নৃত্য পরিবেশন করছেন মন্দিরা নৃত্যকলা কেন্দ্রের শিল্পীরা।

শান্তব্রত নন্দন ও অনুপম চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এ বছরও নববর্ষে পুণ্য প্রভাতে সিউড়ি বেনীমাধব হাই স্কুল প্রাঙ্গনে সিউড়ি শহরের সাংস্কৃতিক দলগুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রভাতী অনুষ্ঠান বর্ষবরণ।

নববর্ষে কড়িধ্যায় কবিতায় গানে নাচে বর্ষবরণে শিল্পীরা।

প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের উদ্যোগে নববর্ষে শুরু নাটকের মহড়া।

দেশে শান্তির বার্তায় সাইকেলে ভ্রমণ কং কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পূর্ব বর্ধমানের কালনার বাসিন্দা প্রভাস দাস একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেসের ঝান্ডা লাগিয়ে সাইকেল চালিয়ে উত্তর ভারতে বেশ কিছু রাজ্য তিনি ভ্রমণ করেছেন দেশে শান্তির বার্তা নিয়ে। বয়স তাঁর ৭৪ বছর। এই বয়সেও তিনি ভারতবর্ষে যাতে শান্তির বাতাবরণ নেমে আসে সেই বার্তাকে সামনে রেখে তাঁর এই ভ্রমণ।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানোর

আগে সাধারন মানুষ তাঁর কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। দেশে রাজনৈতিক যে অশান্তির বাতাবরণ রয়েছে সেই বাতাবরণ একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস ঠিক করতে পারে। বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে মঙ্গলবার সকালে কোলকাতা যাওয়ার পথে পানাগড়ে ঢুকতেই পানাগড় বাজারে কাঁকসা ব্লকের জাতীয় কংগ্রেসের পার্টি অফিসে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ান। সেখানে তাঁকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানান কাঁকসা ব্লকের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক সভাপতি পূরব ব্যানার্জি, কার্যকরী সভাপতি মোজাম্মেল হক, কংগ্রেস কর্মী ধর্মেন্দ্র শর্মা সহ কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।ব্লক সভাপতি পুরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন। একজন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী এই বয়সে যেভাবে সাইকেল চালিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে বেড়িয়েছেন শান্তির বার্তা নিয়ে তার এই চেষ্টাকে তাঁরা কুর্নিশ জানিয়েছেন।

শ্রেয়সই 'কাল-বৈশাখী' হল কলকাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বার কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করেও প্রত্যাশিত মর্যাদা পাননি। সেই অসন্তোষ আইপিএলের নিলামের পরই প্রকাশ করেছিলেন শ্রেয়স। সরাসরি কারও নাম করেননি। সম্ভবত ব্যাট হাতে জবাব দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না শ্রেয়স। পুরনো সতীর্থের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে গেলেন। মুল্লানপুরের ২২ গজেই অপমানের জবাব দিতে পারতেন কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। মঞ্চও সাজানো ছিল। অথচ নিজের হাতে রাহানেদের জয়ের নৈবেদ্য সাজিয়ে দেন 'বিতাড়িত' শ্রেয়স।

শ্রেয়সের করে দেওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না কেকেআর। পঞ্জাবের জঘন্য ফিল্ডিং জেতাতে পারল না রাহানেদের। সোনার সুযোগ কাজে লাগাতে না পারার দায় এড়াতে পারবেন না কেকেআর অধিনায়ক। যুজবেন্দ্র চহালের যে বলে তিনি এলবিডব্লিউ আউট হলেন, সেটি অবশ্যই রিভিউ নেওয়া উচিত ছিল। বল অফ স্টাম্পের লাইনের বাইরে ছিল। অথচ রঘুবংশীর সঙ্গে আলোচনা করার রিভিউ না নিয়েই মাঠ ছাড়লেন রাহানে। অভিজ্ঞ অধিনায়কের একটা সিদ্ধান্তেই ছন্দ নষ্ট করে দিল কেকেআরের ইনিংসের। ৩ উইকেটে ৭২ রান থেকে ৮ উইকেটে ৭৯ রান! পরের ৭ রানে ৫ উইকেট হারাল কেকেআর।

চহাল-সহ পঞ্জাবের বোলারেরা ভাল বল করলেন ঠিকই। চহাল একাই ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কৃতিত্ব দিতে হবে শ্রেয়সের চতুর নেতৃত্বকেও। প্রতিটি ব্যাটারের জন্য আলাদা ফিল্ডিং সাজালেন। প্রাক্তন সতীর্থদের আউট করলেন নিখুঁত পরিকল্পনায়। ব্যাটিংয়ের খামতি ঢেকে দিলেন অধিনায়কত্ব দিয়ে। কেকেআরকে বাগে এনে ফেলেছিলেন শ্রেয়স। নিজের শেষ ওভারে চহালই আবার ১৬ রান দিয়ে কেকেআরকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আন্দ্রে রাসেলের মরিয়া লড়াই আশা জাগায়

আমন্ত্রণ পেয়েও বাগানে এলেন না ক্রীড়ামন্ত্রী, এলেন সৃঞ্জয় বোস

সমর্থকদের কথা দিয়ে কথা রাখতে পারায় বার পুজোয় খুশি দেবাশিস

মোহনবাগানের বার পুজোয় সচিব দেবাশিস দত্তের সঙ্গে রয়েছেন তরুণ তুর্কী দীপেন্দু বিশ্বাস, প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বারপুজোয় জমজমাট মোহনবাগান।দ্বিমুকুট জয়ের ট্রফি দেখতে যেন জনতার স্রোত। হকি লিগের ট্রফির পাশাপাশি লিগ শিল্ড-আইএসএল ট্রফির সঙ্গে সেলফি তুলতে রীতিমতো হুড়োহুড়ি বাগান জুড়ে। চিরাচরিত বারপুজো সেরেই বাংলা বছরের পথচলা শুরু হল

মোহনবাগানের বার পুজোয় ঝটিকা সফরে হাজির হন প্রাক্তন সচিব ও বিরোধী গোষ্ঠীর সৃঞ্জয় বোস। মাঠে তাঁর সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়কে দেখা গেলেও, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আমন্ত্রণ পেয়েও ক্লাবে আসেননি।

মোহনবাগানে। উৎসবের মেজাজ দ্বিগুণ হয়েছে ক্লাব তাঁবুতে আইএসএল কাপ ও লিগ শিল্ডের উপস্থিতিতে। সবুজ-মেরুনের বারপুজোয় উপস্থিত ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রাক্তন ফুটবলার। আবার তরুণ তুর্কি দীপেন্দু বিশ্বাসও ছিলেন মোহনবাগানের নববর্ষের অনুষ্ঠানে। বারপুজোর মধ্যেই মোহনবাগান মাঠে আসেন প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস। সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দেবাশিস দত্তের সঙ্গে। মোহনবাগানের বারপুজোর উৎসবে ক্লাবের সহ-সভাপতি কুণাল ঘোষ, মন্ত্রী অরূপ রায় এলেও, পয়লা বৈশাখে আমন্ত্রণ পেয়েও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মোহনবাগানের বারপুজোতে আসেননি। অরূপের গরহাজির থাকা নিয়ে সচিব দেবাশিস বলেন, 'ওঁর না আসাটা দুঃখজনক। কষ্ট পেয়েছি। এফএসডিএলের (আইএসএলের আয়োজক) ভুল কাজের খেসারত আমাদের দিতে হচ্ছে।' অন্য দিকে, মোহনবাগানের সহ-সভাপতি কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'ক্লাবের তরফে ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বলেই শুনেছি। তিনি শুধু রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নন, ক্রীড়াপ্রেমীও। কেন আমন্ত্রিত হয়েও মোহনবাগানের অনুষ্ঠানে এলেন না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত ক্লাবের সাফল্যে বলেন, নতুন শপথ নেওয়ার দিন। যখন লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হই তখন অনেকে বলেছিল শিল্ড কবে আসবে ক্লাবে। বলেছিলাম দুটো ট্রফি জিতে ক্লাবে আনবো। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে বলল কবে আনবে ক্লাবে ট্রফি রবিবার! বললাম সোমবার। কারণ পরেরদিন আমাদের সবথেকে বড়ো দিন বার পুজো। কৃতজ্ঞতা সঞ্জীব গোয়েঙ্কর কাছে। শুধু ফুটবল না আমরা, হকি চ্যাম্পিয়ন, আইএসএল। মোহনবাগান যে টুর্নামেন্টে খেলছে আর রানার্স হচ্ছে না। হকি লেখা থাকবে ইতিহাসে, প্রথম আস্টোটার্ফে খেলে কারা চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। তবে আইপিএলে খেলা থাকায় আসতে পারেননি মোহনবাগান এসজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। প্রথা মেনে লুচি-আলুরদম-ছোলার ডাল-পান্তুয়া-বোঁদে তো ছিলই। সেইসঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

Office of the
DESHAPRAN PANCHAYAT SAMITY
Notice Inviting e-Tender through www.wbtenders.gov.in for 6 nos.of BEUP work under Deshapran Panchayat Samity Online tender Id-2025_ZPHD_834266_1 to 2025_ZPHD_834266_6 Last date of BID submission- 16-Apr-2025 11:00 AM 1 SSM Work Online tender Id- 2025_ZPHD_834282_1 Last date of BID submission-22-Apr-2025 11:00 AM Sd/-
Executive Officer
Deshapran Panchayat Samity

ব্যর্থতায় উৎসব অনেকটা ম্লান থাকলেও, চাঁদের হাট ইস্টবেঙ্গলে

শম্ভুনাথ ভৌমিক

আইএসএলে চরম ব্যর্থ। তবু নতুন বছরে নতুন আশা। নববর্ষে সেজে উঠেছে লাল হলুদ তাঁবু।

পরম্পরা আর রীতি মেনে বাংলা নববর্ষে ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে বারপুজোর সূচনা হলো। ইতিমধ্যেই পরবর্তী মরসুমের অধিনায়ক নাওরেম মহেশ ও সহ অধিনায়ক লালচুংনুঙ্গার নাম ঘোষিত হয়েছে। তারা এবং কোচ অস্কার পুরোহিতের সঙ্গে দলের মঙ্গল কামনায় পুজোতেও বসলেন। পুজোতে তাদের সঙ্গে বসেছিলেন ক্লাবের রিজার্ভ টিমের কোচ বিনো জর্জ, মহিলা টিমের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রিউজ এবং অধিনায়িকা সুইটি দেবী জ্জ মূল পুজোর কাজ করেন ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলি জ্জ এরপর অস্কার ব্রুজোঁর তত্ত্বাবধানে গিল, মহেশ, আনোয়ার, ক্লেটন সিলভা, দিয়ামান্টাকস্ররা সুপার কাপের প্রস্তুতিতে এই প্রথম ইস্টবেঙ্গল মাঠে বেশ কিছুক্ষণ গা ঘামালেন।

আইএসএলের ব্যর্থতায় সমর্থকদের আনাগোনা কম থাকলেও, চাঁদের হাটই বসেছিল লাল হলুদে। অতীতের ফুটবলার, ক্রিকেটাররা হাজির হয়ে অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রা দেয়। ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মিহির বোস, ভাস্কর গাঙ্গুলি, বিকাশ পাঁজি, প্রশান্ত ব্যানার্জি, অলোক মুখার্জি, স্বরূপ দাস, অমিত ভদ্র, অমিতাভ চন্দ্র, আলভিটো ডি কুনহা, ফাল্গুনী দত্ত, অর্ণব মন্ডল, প্রশান্ত চক্রবর্তী, দীপঙ্কর রায়, মেহতাব হোসেন, সুলে মুসা, সম্বরণ ব্যানার্জি, ইস্টবেঙ্গল কোচ আবদুল মুনায়েমসহ একঝাঁক অতীত তারকা। ছিলেন ক্লাব সভাপতি মুরারী লাল লোহিয়া, সাধারণ সচিব রূপক সাহা সহ ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সকলে জ্জ ছিলেন ক্লাবের ফুটবল স্কুল, ক্রিকেট স্কুলের শিক্ষার্থীরা, অনূর্দ্ধ ১৩, অনূর্দ্ধ ১৫, রিজার্ভ টিমের খেলোয়াড় সহ ক্লাবের ক্রিকেট টিম, এথলেটিক্স টিমের খেলোয়াড় এবং প্রশিক্ষকরা জ্জ লাল হলুদের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি, অভিষেক ডালমিয়া, বিশ্বরূপ দে। এমন উৎসবমুখর দিনে লাল হলুদ ক্লাবে হাজির ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/২২, তারিখ ১৫.০৪.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৫.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ১৪২৫৫০৬২;** মাপকাঠি নং আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮ ভার. ২.১ ক্রঃ নং ২.৩ অনুযায়ী কি-প্যাড এবং ডিসপ্লে ব্যতিরেকে ৫ ওয়াট ভিএইচএফ ডিজিটাল ওয়াকি টকি সেট সংগ্রহকরণ। (খ) প্রতিটি সেটে থাকবে ঃ- (১) সম্পূর্ণ বক্স প্যাকিং-এ এক (১)টি ভিএইচএফ সেট সঙ্গে উপযুক্ত ব্যাটারি চার্জার + অ্যান্টেনা + উপযুক্ত বেল্ট ক্লিপ। (২) মাপকাঠি নং আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/ ২০১৮, ভার. ২.১ ইত্যাদি অনুযায়ী ভিএইচএফ সেটের উপযুক্ত এক (১)টি অতিরিক্ত ব্যাটারি; ৩,৫৫,৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৫.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ১৯২৪৫০৪২;** এসি ফুয়েল পাম্প মোটর ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত স্ট্যান্ডবাই ইনভার্টার; ১,১১,৬৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৫.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩) ১৫২৪৫০৯৫;** সংযুক্তকৃত সংযোজনী অনুযায়ী সিএনসি ট্র্যাভেলিং ব্রিজ টাইপ ৩ডি কোঅর্ডিনেট মেজারিং মেশিন (টার্ন কি ভিত্তিতে); ২,২৯,৯৬০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সব টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং https://www.ireps.gov.in-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-03/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চুক্তির ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং ঃ সিওএমএমএল.-১/পিইউবি./এডিভিটি,পার্ক,সিএটি অ্যান্ড পিএনইউ/০৪/২৫ তারিখ ঃ ১৫.০৪.২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা কর্তৃক আদ্রা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনের বিজ্ঞাপনী প্রচার, সুলভ মূল্যে ব্যবহার, পার্কিং এবং ক্যাটারিং পরিষেবার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত ক্যাটালগ ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.n)-এ প্রকাশ করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিশদ নিম্নরূপ ঃ ● **বিভাগ ঃ ক্যাটারিং, অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি২৯, লট নং/বিভাগ ঃ** (i) সিএটিজি-আদ্রা-কেএইচআরআই-জিএমইউ-৬৫-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (ii) সিএটিজি-আদ্রা-বিসিবি- জিএমইউ-৫৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (iii) সিএটিজি-আদ্রা-টিএও- জিএমইউ-৩১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (iv) সিএটিজি-আদ্রা-এসবিডব্লু-এসএমইউ-৫৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট - এসএমইউ), (v) সিএটিজি-আদ্রা-কেএআরও-এসএমইউ-৬২-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট - এসএমইউ), (vi) সিএটিজি-আদ্রা-বিকেএনও- এসএমইউ-৬৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট - এসএমইউ), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২৫.০৪.২৫ তারিখ সকাল ১১টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি৩০, লট নং/বিভাগ ঃ** (i) সিএটিজি-আদ্রা-এনওবি- জিএমইউ-৬৮-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (ii) সিএটিজি-আদ্রা-এলওয়াইডি-জিএমইউ-৬০-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (iii) সিএটিজি-আদ্রা-জেবিও- এসএমইউ-৫৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট - এসএমইউ), (iv) সিএটিজি-আদ্রা-বিজেডসি- এসএমইউ-৭০-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট - এসএমইউ), (v) সিএটিজি-আদ্রা-টিএসএএইচ- এসএমইউ-৬৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট - এসএমইউ), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২৪.০৪.২৫ তারিখ সকাল ১০টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৪.২৫ তারিখ সকাল ১১টা ১০ মিনিটে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি৩১, লট নং/বিভাগ ঃ** (i) সিএটিজি-আদ্রা-এমএলকিউ- জিএমইউ-৩৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (ii) সিএটিজি-আদ্রা-বিডিপিআর- জিএমইউ-৭১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (iii) সিএটিজি-আদ্রা-এসডিএমডি- জিএমইউ-৪০-২৩-১ (ক্যাটারিং - জিএমইড মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (iv) সিএটিজি-আদ্রা-ওডিএম-জিএমইউ-৩৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (v) সিএটিজি-আদ্রা-কেআরকেএন- জিএমইউ-৬৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২৩.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি৩২, লট নং/বিভাগ ঃ** (i) সিএটিজি-আদ্রা-বিআরএমডি- জিএমইউ-৩০-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (ii) সিএটিজি-আদ্রা-জিটিডি-জিএমইউ-৪৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (iii) সিএটিজি-আদ্রা-পিএনডব্লু- জিএমইউ-৪৫-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (iv) সিএটিজি-আদ্রা-আরইউআই- জিএমইউ-৩৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (v) সিএটিজি-আদ্রা-আরডিএফ- জিএমইউ-৪৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২২.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি৩৭, লট নং/বিভাগ ঃ** (i) সিএটিজি-আদ্রা-বিইউআরএন- জিএমইউ-৪৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (ii) সিএটিজি-আদ্রা-সিডিজিআর- জিএমইউ-২২-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট - জিএমইউ), (iii) সিএটিজি-আদ্রা-বিইউআরএন- এসএমইউ-৮৬-২৫-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট - এসএমইউ), (iv) সিএটিজি-আদ্রা-পিআরআর-এসএমইউ-৮২-২৪-১ (ক্যাটারিং -স্পেশাল মাইনর ইউনিট - এসএমইউ), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২৮.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১টা। ● বিভাগ ঃ পার্কিং, অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক৭৫, লট নং/বিভাগ ঃ** পার্কিং-আদ্রা-পিবিএ-টিডব্লু-৫৩-২৪-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২৮.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। ● বিভাগ ঃ পিঅ্যান্ডইউ, অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এনএফআরডব্লুআরএল, লট নং/বিভাগ ঃ** পিএনইউ-আদ্রা-পিআরআর-ডব্লুআরএল-৫৭-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ লাউঞ্জ/ওয়েটিং/ রিটায়ারিং/ক্লোক রুম), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২৫.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএওয়াইএনইউ১৯, লট নং/বিভাগ ঃ** (i) পিএনইউ-আদ্রা-বিকিউএ- টিওআই-৫৫-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস), (ii) পিএনইউ-আদ্রা-বিকেএসসি-টিওআই-৪৮-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২১.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে। ● বিভাগ ঃ বিজ্ঞাপন, অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি৬৪, লট নং/বিভাগ ঃ** (i) এডিভিটি-আদ্রা-পিআরআর-ওএইচ-১৬-২৫-২ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে), (ii) এডিভিটি-আদ্রা-ভিএসইউ-ওএইচ-১৭-২৫-২ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে), (iii) এডিভিটি-আদ্রা-কেএসএক্স-ওএসএন-১২৮-২৫-২ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল), (iv) এডিভিটি-আদ্রা-ওডিএম- ওএসএন-১২৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল), **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ২১.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৪.২৫ তারিখ দুপুর ১টা।** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in ই-অকশন মডিউল দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো প্রশ্ন থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-48) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আদালতে চার্জশিট দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই প্রথম বার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। বিশেষ আদালতে মামলার শুনানি হবে ২৫ এপ্রিল। চার্জশিটে নাম রয়েছে কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবের। শনিবার এই ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া এবং রাহুলের ৬৬১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে ইডি। টাকা তছরুপের মামলায় মঙ্গলবারই জেরা করা হয় সোনিয়ার জামাই রবার্ট বঢরাকে। তার কয়েক ঘণ্টা পরে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া এবং সাংসদ রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল ইডি। সূত্রের খবর, মামলায় মোট তছরুপের পরিমাণ ২০০০ কোটিরও বেশি।

এদিন মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক (পিসি অ্যাক্ট) বিশাল গগন-এর এজলাসে। তিনি জানান, এই নতুন প্রসিকিউশন কমপ্লেন্টটি প্রিভেনশন অফ মানিলন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর ২০০২ সালের ধারা ৩, ৪, ৪৪ ও ৪৫ অনুযায়ী দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখে তা রেজিস্টার করার নির্দেশ দেন বিচারক। মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে আগামী ২৫ এপ্রিল।

মামলার কেন্দ্রে রয়েছে কংগ্রেস দলের তরফে 'অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড' (এজেএল)-কে দেওয়া ৯০ কোটি টাকার ঋণ। অভিযোগ, মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় সেই ঋণ হস্তান্তরিত হয় গান্ধি পরিবার-নিয়ন্ত্রিত 'ইয়ং ইন্ডিয়ান' নামক সংস্থার হাতে। তদন্তকারীদের দাবি, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রায় ২০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের সম্পত্তি বেআইনিভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

এই মামলার মূল অভিযোগকারী বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তাঁর দায়ের করা ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলার সূত্রপাত। অভিযোগে রাহুল গান্ধি, সোনিয়া গান্ধি ছাড়াও অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন মঙ্গতলাল ভোরা, অস্কার ফার্নান্ডেজ, সুমন দুবে ও স্যাম পিত্রোদার নাম। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসভঙ্গ ও সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ এনেছেন স্বামী।

এদিকে বিচারক গগনে বলেন, পিএমএলএ-র ধারা ৪৪(১)(সি) অনুযায়ী, মানি লন্ডারিং মামলার বিচার এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচার একই আদালতে হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে মূল ফৌজদারি মামলাটির বিচার রাউস অ্যাভিনিউ আদালতেই চললেও তা অন্য বিচারকের অধীনে। ইডির কৌঁসুলি জানিয়েছেন, মামলাটি একই আদালতে স্থানান্তরের জন্য তারা জেলা ও দায়রা আদালতের প্রধান বিচারকের কাছে আবেদন জানাবেন। আগামী ২৫ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানিতে উঠে আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। নজর আপাতত সেদিকেই।

জয়পুরে বৈদিক অনুষ্ঠানে বিকশিত ভারত সম্মান প্রদান

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: রাজস্থানের জয়পুরে বিড়লা অডিটরিয়ামে বিকশিত ভারত সম্মান প্রদান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। রাজ্যপাল হরিভাউ কিষানরাও বাগাদে উপস্থিতিতে ডঃ মহেশ শর্মা, বাংলার বৈদিক পণ্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জিকে তাঁর বৈদিক কর্মের কারণে বিকশিত ভারত সম্মান প্রদান করলেন। রাজ্যপাল বলেন, 'ভারত আজ সম্পূর্ণ একক শক্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। আগামী সময়ে, যারা প্রথাগত বিদ্যা-সহ হাতের কৌশল বিদ্যা বা টেকনিক্যাল বিষয় অবগত হবেন, তাদের কারো কাছে চাকরি ভিক্ষা করতে হবে না। আগামী সময়ে সারা বিশ্বে নজির স্থাপন করবে ভারতবর্ষ।' সাংবাদিকএদর প্রশ্নের উত্তরে বৈদিক পণ্ডিত ইন্দ্রনীল বলেন, 'সমাজে মানুষ গড়ার কারিগর হলো, বৈদিক চিন্তন। বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন। শ্রী অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে আমরা অনুসরণ করলে, সমাজ সংস্কৃতিতে আমরা প্রথম পর্যায়ে থাকবো।' সম্পাদক ডঃ মহেশ শর্মা বলেন --'সম্মিলিত প্রয়াস সকল সৃষ্টির কারণ। একক শক্তিতে নয়, সকলের মিলিত কর্ম নিশ্চিত সাফল্য।' ভারতের প্রায় ১৭ টি রাজ্যের সনাতনী বৈদিক বিশ্বাসী মানুষের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবে কল্পতরু ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয় জাতীয় সঙ্গীত সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে।

ট্রাম্পের নাম অবমাননাকর-অসম্মানজনক ভাবে উপস্থাপনের অভিযোগ, হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল: ইউক্রেন ও গ্রিনল্যান্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সিবিএসের ওপর আবার চটেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সিবিএসের সংবাদ সম্প্রচার ম্যাগাজিন '৬০ মিনিটস' এ সম্প্রচারিত ওই প্রতিবেদনের জন্য গণমাধ্যমটিকে 'চরম মূল্য' দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তিনি।

স্থানীয় সময় গত রবিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউক্রেন যুদ্ধ ও গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে দু'টি প্রতিবেদন সম্প্রচার করে ৬০ মিনিটস। প্রতিবেদনটি সম্প্রচারের পরপরই ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ওই প্রতিবেদনের তীব্র সমালোচনা করে পোস্ট দেন। প্রতিবেদনে তাঁকে নেতিবাচক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ট্রাম্প নামটি অবমাননাকর ও অসম্মানজনক ভাবে উপস্থাপন করে ৬০ মিনিটস। এবার তো তারা সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ কাজের জন্য তাদের কড়া মাশুল গুনতে হবে। এ ধরনের বেআইনি ও অবৈধ কার্যকলাপের জন্য চ্যানেলটিকে জরিমানা ও শাস্তির আওতায় আনতে ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশনের (এফসিসি) চেয়ারম্যান ব্রেনডান কারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, ৬০ মিনিটস এখন আর কোনো সংবাদ প্রচারের অনুষ্ঠান নয়। এটি রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সংবাদ মাধ্যমের 'লেবাসধারী'। আগে যা করেছে কিংবা এখন যা করছে, সবকিছুর জন্যই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তবে ট্রাম্পের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানায়নি সিবিএস নেটওয়ার্ক।

এর আগে গত বছরের ৩১ অক্টোবর সিবিএসের বিরুদ্ধে এক কোটি ডলারের মামলা করেছিলেন ট্রাম্প। আমেরিকার জাতীয় নির্বাচনে প্রচারের সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিসের বক্তব্য সম্পাদনা করে সম্প্রচার করায় এই মামলা করেছিলেন তিনি।

ট্রাম্পের দাবি, কমলাকে 'ভালো' দেখাতে ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিবিএস। যদিও ট্রাম্পের এই দাবি নাকচ করে এসেছে নেটওয়ার্কটি। এই মামলার বিষয়ে একটি সমঝোতায় আসতে ট্রাম্পের আইনজীবী ও নেটওয়ার্কটির কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনার কানাঘুষা চলছে। এরই মধ্যে আবার চটে গেলেন ট্রাম্প। মামলার সুরাহা না হলেও দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রতিনিয়তই ট্রাম্প প্রশাসন সম্পর্কে নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে ৬০ মিনিটস নামের প্রোগ্রামে। বিশেষত সাংবাদিক স্কট পেল্লি একের পর এক সংবাদ প্রকাশ করেই যাচ্ছেন।

সম্প্রতি ইউক্রেন সফরে যান স্কট। রাশিয়ার হামলায় ৯ শিশু নিহত হয়েছে; এমন একটি জায়গা পরিদর্শন করে সেখানেই ভলোদিমির জেলেনস্কির সাক্ষাৎকার নেন তিনি। সাক্ষাৎকারে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ওপর তাঁর তীব্র ঘৃণার কথা জানান জেলেনস্কি। এ সময় ইউক্রেনে এসে রাশিয়ার বর্বরতা দেখে যেতেও ট্রাম্পকে আহ্বান জানান তিনি। গ্রিনল্যান্ডে গিয়ে রবিবার আরেকটি প্রতিবেদন সম্প্রচার করেন সাংবাদিক জন ওরথহেইম। ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখল করা সম্পর্কে দ্বীপটির কয়েকজনের বক্তব্য প্রকাশ করা হয় ওই প্রতিবেদনে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

সুন্দরী শিলং

অমিতাভ ঘোষ

এবার আমাদের রাজ্য বদল, অসম থেকে মেঘালয়। গুয়াহাটিতে দিন দুই কাটিয়ে ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম শিলং অভিমুখে। দূরত্ব প্রায় ১০৩ কিমি, জানলাম যেতে সময় লাগবে প্রায় ঘণ্টা চারেক। কিরীটিদা বলল- ততাহলে তো মাঝে বার কয়েক নামতে হবেদ। আমাদের ট্যুর ম্যানেজার সুব্রত বলল- তসেটা আর বলতে, চা খেতে হবে, লাঞ্চ করতে হবে, তাছাড়া জায়গা ভাল লেগে গেলে ছবি তোলার জন্য তো থামতেই হবেদ।

গাড়ীর বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম জোড়বাট। জানলাম এখান থেকেই বাঁ দিকের রাস্তা গিয়েছে তেজপুর, কাজিরাঙা, জোড়হাটের দিকে, আর সামনের রাস্তা সোজা শিলং এর দিকে। মাঝে একবার চা পানের বিরতি। তারপরে একবারে লাঞ্চের জন্য থামা। রাস্তার ধারে একটা বেশ বড় হোটেলের সামনে আমরা থামলাম। এখানেই দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা। বেলাটাও অনেক গড়িয়েছে, তাই হোটেলে ঢুকতেই খিদেটা বেশ চাগিয়ে উঠল। ভাল চালের ভাত, ঝিরিঝিরি আলুভাজা, ফুল কফির তরকারি, ডবল ডিমের কারী , টমেটোর চাটনি দিয়ে লাঞ্চ করে মনে হল এই রকম খাবার বোধহয় কোথাও খাই নি। আমার খাওয়া শেষ হতেই আমি হোটেলের বাইরে এলাম। পাহাড়ের প্রত্যেক জায়গার একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। রাস্তার ধারের এই জায়গাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। অপূর্ব সুন্দর লাগছে হোটেলের বারান্দা থেকে রাস্তাটাকে। ডানদিক বাঁদিক যেদিকেই তাকাই চওড়া কালো পাকা রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। একপাশে খাদের ধারে আমাদের হোটেল , অন্য পাশে রাস্তা ঘেঁষিয়ে অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়ে আছে সবুজ খাড়াই পাহাড়। আরো দূরে দূরে আবছা সবুজের ঢেউ দূরের পাহাড়ের অস্তিত্বের কথা জানান দিয়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে বার্নিহাট, উমলিং, নংপো পার হয়ে এক মনোরম জায়গায় আমাদের গাড়ী দাঁড়ালো। রাস্তার ডান দিকে বিখ্যাত উমিয়ম লেক। স্থানীয়দের কাছে যা বড়াপানি নামেও বিখ্যাত। এখান থেকে শিলং এর দূরত্ব মাত্র ১৬ কিমি। এখন সময় দুপুর ৩-৪৫, কিন্তু জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে এই সময়কে সন্ধ্যের মতো মনে হচ্ছে। গাড়ী থেকে নামতেই বেশ ঠান্ডা অনুভব করলাম। শীতের সূর্যের ঝাঁঝ এমনিতেই কম, তারপর আবার সে কুয়াশার সামিয়ানার বাইরে রয়ে গেছে। তাই চারদিকে কুয়াশার রমরমা। গাড়িগুলো এখন থেকেই ফগ লাইট অন করে চলাচল করছে। সুব্রত বলল- তভুট্টা খাবেন আপনারাদ? প্রিয়ব্রত বলল- ত এখন আগে চা খাই , তারপর পরে দেখছিদ।

আমরা রাস্তার উপর থেকে অনেক নীচে দেখছি নয়নাভিরাম এই কৃত্রিম জলাশয়কে। এখানে বোটিং করে মজা নেওয়ার ব্যবস্থাও পাকা। কিন্তু কুয়াশার চাদরে সমগ্র লেক ঢেকে রয়েছে, তারজন্য আমরা এর অপার সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হলাম। কিন্তু প্রকৃতি কিছু কেড়ে নিলে অন্য কিছু দিয়ে তা পুষিয়েও দেয়। আমরা কুয়াশাছন্ন উমিয়মের আরেক রূপের সাক্ষী রইলাম। এদিকে রাস্তার ধারে থাকা দোকানে চা রেডি হয়ে যাওয়ায় আমরা দোকানে চলে এলাম। এখানকার সব দোকান মহিলা পরিচালিত। এখানে মেয়েরা প্রচুর বাইরের কাজ করেন। দোকানে চোখ যেতেই দেখি , সারি সারি বেশ কয়েকটা ছোট গুমটির মতো দোকান। তাতে সুন্দর করে আনারস, ভুট্টা সাজানো রয়েছে। একদিকে চায়ের সরঞ্জাম। সব দোকানই এখানে মহিলা পরিচালিত। এরা হাসি মুখে সবসময় পর্যটকদের সেবা করে যাচ্ছে। আমরা কিছুক্ষন এই প্রাকৃতিক শোভার মায়াজালে আটকে থেকে চা শেষ হতেই আবার গাড়ীতে চেপে এগিয়ে চললাম।

সূর্যাস্ত হয়ে গেলেও দিনের শেষ আলোটুকু তখনো পাহাড়ের পিছন থেকে দিন শেষের বার্তা দিয়ে চলেছে। ঠিক এই সময় আমরা পা রাখলাম পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ব্রিটিশদের প্রিয় শৈলশহর শিলং এ। বর্তমানে মেঘালয়ের রাজধানী। মেঘালয় রাজ্যটি তিনটি পাহাড় নিয়ে গঠিত , খাসি পাহাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড় ও গারো পাহাড়। শিলং হল খাসি পাহাড়ের হৃদপিন্ড, ব্রিটিশ আমল থেকেই যার পরিচিতি তস্কটল্যান্ড অফ দি ইষ্টদ বা তপ্রাচ্যের স্কটল্যান্ডদ ।

ওকল্যান্ড রোডের উপর অবস্থিত আমাদের লজটি বেশ সুন্দর, অনেকখানি জায়গা নিয়ে এর পরিসর। গাড়ি পার্কিং করার জায়গাও আছে, এছাড়া আলাদা করে একটা অনুষ্ঠান ভবন। গোটা লজের পারপাশে সুন্দর আলো ও

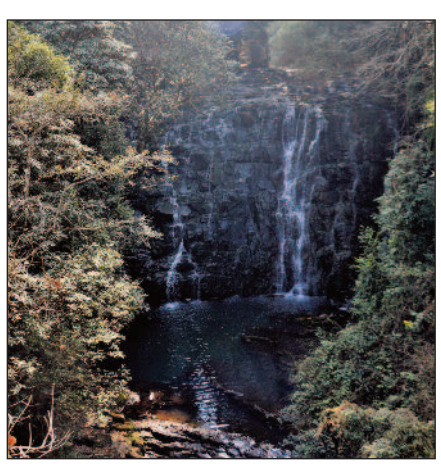

রঙীন বেলুন দিয়ে সাজানো। কত মানুষ এই ঠান্ডাতেও আনন্দ উৎসবে মেতে রয়েছেন। আমাদের রুমগুলি পাশাপাশি না হলেও কাছাকাছি হল। রুমে জিনিষপত্র রেখে বাইরে এসেই বুঝলাম গুয়াহাটিতে ঠান্ডা না লাগলেও বাড়ী থেকে গরম জামা, সোয়েটার বয়ে এনে কিছু ভুল কাজ করিনি। জানুয়ারীর শেষে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম পুলিশবাজার। এটা শিলং এর অন্যতম জমজমাট স্থান, প্রাণকেন্দ্র বললেও ভুল বলা হবে না। ছয় দিক থেকে রাস্তা এসে ম্যালের মতো একটা জায়গায় এসে মিশেছে। এ যেন শিলং এর ধর্মতলা। সেখানে কি নেই। আলো ঝলমলে শপিং মল, খাবারের দোকান, চা কফির স্টল, টাটকা সবজি, বেতের তৈরী টুকরিতে ভর্তি করে কমলা লেবু ইত্যাদি। বিক্রেতারা সিংহ ভাগই মহিলা, বয়স্ক থেকে বাচ্চা মেয়ে সবাই আছে। রাত সাড়ে আটটাতেও আপেলের মতো গাল নিয়ে বাচ্চাগুলি কমলালেবু বিক্রীর জন্য জনে জনে আকুতি করে যাচ্ছে। এখানে বেতের তৈরী পাত্রে শুধু কমলালেবুই নয়, এখানকার বেশীরভাগ জায়গাতেই এমন কি রাস্তার ধারে রাখা ডাস্টবিনও বেতের তৈরী। এত ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেও আগণিত মানুষের ঢল নেমেছে। আমরা ঠান্ডাটা বেশ উপভোগ করছি এখানে। কিরীটিদা বলল- ত এই ঠান্ডায় একবার কফি হবে না ছোটবাবু ?দ আমাকে ছোটবাবু বলেই ডাকে। আমিও মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম। কফি খেয়ে আমরা বেশী রাত না করে লজে চলে এলাম। রাত্রে ভাত, গরম গরম চিকেন কারী, ফুলকফির তরকারি দিয়ে ডিনার। রুম থেকে কিচেন একটু দূর হওয়াতে ফেরার সময় শীতের কামড়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। আপাতত লেপের তলায়। পরের দিন থেকে শিলংকে কেন্দ্র করে নানান জায়গায় ঘোরঘুরি শুরু হবে।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেড়িয়ে গেলাম। বেশ ভাল সুন্দর রাস্তা, সেরকম পাহাড়ী বাঁক নেই বললেই হয়। জানলা দিয়ে দেখি গোটা পাহাড় যেন কুয়াশায় ছেয়ে আছে। আবছা ছবি স্পষ্ট হচ্ছে কাছাকাছি এলে। এই জায়গার সবচেয়ে আকর্ষনীয় জলপ্রপাত বলে স্বীকৃত এলিফ্যান্ট ফলস দেখতে নামলাম। আগে তিনটি ধাপে এই জলধারা পাহাড় থেকে নেমে আসত। ব্রিটিশরা এই জলপ্রপাত দেখবার পর এর নাম দেয় এলিফ্যান্ট ফলস। সেই সময় জলধারার বাঁ দিকে একটা পাথর ছিল যেটা অনেকটা হাতীর মতো দেখতে ছিল। এখন অবশ্য সে সব আর দেখা যায় না, ১৮৯৭ সালের এক ভূমিকম্পে সব নষ্ট হয়ে যায়। তবে জলপ্রপাতের আসল সৌন্দর্যের মজা নিতে হলে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা সিঁড়ি দিয়ে একদম নীচে আসতে হবে। আমরা ধীরে ধীরে নীচে নেমে চলি। বেশ শারীরিক ক্ষমতা লাগে। একদম নীচে নেমে একটু না থেকে পারা যায় না। নীচে জলের কাছে ছবি ও সেলফি তোলার হিড়িকে আমার মতো ফটোগ্রাফাররা সুযোগই পাচ্ছিল না। হাতে সময় বড়ই কম, যদিও একটু সময় নিয়ে এই জলপ্রপাত দেখতে পারলে ভাল হয়, তাতে শরীরের উপর ধকলটা কম হয়।

এলিফ্যান্ট ফলস দেখে আরো খানিকটা এগিয়ে আমাদের গাড়ী থামল একেবারে রাস্তার উপর। বাঁ দিকে মাওডাক উপত্যকার অপরূপ দৃশ্য। সেটা উপভোগ করার জন্য রয়েছে 'দুয়ার সিং সিয়েম ভিউ পয়েন্ট'। কুয়াশা ভেদ করেও দৃষ্টি চলে যায় দূরের পাহাড় পার হয়ে। স্তব্ধ রকমারি সবুজের সৌন্দর্য যেন কোন অদৃশ্য বাঁধনে আটকে রাখতে চায়। সামনের রাস্তা সোজা চেরাপুঞ্জিগামী, ডান দিকে একটা পাহাড় , তার তলে একটা ক্যাফেটারিয়া। এই ঠান্ডায় চায়ে চুমুক দিতে সকলেই চায়, তাই এবার সবার মন সেদিকে। ভিউ পয়েন্টের গেটের কাছে রাস্তার উপর বেশ কিছু দোকান । কয়েকজন বয়স্ক মহিলা আনারস, মোটা মোটা কলা ও ভুট্টা বিক্রী করছেন। আর এক দিকে কয়েকটা বাচ্চা মেয়ে পর্যটকদের জন্য ভুট্টা পুড়িয়ে বিক্রী করলেও নিজেরা এত ঠান্ডাতেও কাঠি আইসক্রীম খেয়ে চলেছে। চায়ের আসর ভেঙে আমাদের গাড়ী আবার ছুট লাগালো।

গাড়ীর জানলা দিয়ে অপরূপ দৃশ্য দেখে চলেছি। সৌন্দর্যের বিচারে এখানকার পাহাড়ের সৌন্দর্য অন্য জায়গার থেকে আলাদা। বরফমোড়া চূড়া নেই , সবুজ পাহাড় একবার ডান দিকে , একবার বাঁ দিকে। এসব দেখতে দেখতেই গাড়ী এসে থামল সেভেন সিষ্টারস ফলসের ভিউ পয়েন্টে। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে তার সামনে বিশাল প্রশস্ত খাদ। খাদের অন্য ধারে সবুজ জঙ্গল ভেদ করে লালচে রঙের রুক্ষ পাহাড়ের গা বেয়ে সাত জায়গা দিয়ে জলধারা নেমে আসছে। এখানকার পাহাড়ের লালচে রঙ ও রুক্ষতা মধ্যপ্রদেশের পাঁচমাড়ির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তবে দেখতে দেখতে আমরা একটা ব্যাপারে একমত হলাম জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে জলধারা দূর্বল হলেও বর্ষার পরে তারা যে ভয়ঙ্কর ও মোহময়ী রূপ নেয় তা পাহাড়ের গায়ে স্থায়ী ছাপ দেখেই বোঝা যায়। তাই একথা সত্যি যে জলপ্রপাত দেখে মন ভরছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কোন এক বিশেষ জায়গার গন্ডীতে বেঁধে রাখা যায় না। উত্তর পূর্ব পার্বত্য প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মোহে কখন যে শিলং থেকে প্রায় ৫৬ কিমি দূরে চেরাপুঞ্জি চলে এসেছি বুঝতেই পারিনি। শিলং এসে চেরাপুঞ্জি না আসাটা বোকামি। দুপুরের খাবার সময় হয়ে যাওয়ায় এখানেই আমরা লাঞ্চ সারলাম। আমাদের খাবার জায়গা হল একটা নদীর ধারে, তবে এখন তাতে জল নেই বললেই হয়। বড়, বড় পাথর ও তার তলা দিয়ে বয়ে চলা জলের লুকোচুরি গোটা নদী জুড়ে। মনোরম জায়গা, কিন্তু সাবধানী না হলেই পাথুরে পথে পায়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। ভূগোলের বইয়ে চেরাপুঞ্জিকে প্রথম চিনেছি, তাই এই জায়গাকে নিয়ে একটু বেশী আগ্রহ ও ছোটবেলা থেকে মনের মধ্যে তৈরী হওয়া একটা ছবি ছিলই। সব থেকে বেশী বৃষ্টিপাত হয় এই অঞ্চলে। কিন্তু মোহভঙ্গ হল, জানুয়ারীর শেষে এই জায়গা এক্কেবারে শুকনো। বয়ে যাওয়া জলকে ধরে রাখতে মাঝে মাঝে বাঁধ দেওয়া আছে। গ্রামের মানুষ এই অতিবৃষ্টির জায়গায় সেই জলে দৈনন্দিন কাজ সারছেন। শুভ্র, কিরীটিদা আমাদের ট্যুর ম্যানেজার সুব্রতকে মজা করে বলেই ফেলল , ত সুব্রত , চেরাপুঞ্জী বলে অন্য কোন জায়গা দেখাচ্ছে না তো ?দ শিলং থেকে চেরাপুঞ্জী ভ্রমণে আমরা যে জায়গাতেই যাই না কেন সেই জায়গাতেই মহিলারা কমলালেবু, মধু, দারচিনি, কলা বিক্রী করছেন দেখে বোঝা যায় এখানকার মানুষ কতটা পর্যটকদের উপর কতটা নির্ভরশীল। পাহাড়ী গ্রামে কিছু চাষবাস ছাড়া এইসব বিক্রী করেই তাদের আয় হয়। দেখলেই বোঝা যায় এরা বেশ গরীব কিন্তু সৎ।

দুপুরের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম মওসমাই কেভ এর কাছে। বিশাল জায়গা , ডান দিক গাছে গাছে সবুজ। যেখানে নামলাম সেখান থেকে গোটা জায়গাটাকে দেখলে চোখে বেশ আরাম লাগে। অনেকটা ফাঁকা জায়গা পার হয়ে তবেই গুহায় প্রবেশের টিকিট কাউন্টার। সেখানে গুহার ভিতরের গাইড ম্যাপটাও দেওয়া আছে। গাইড ম্যাপ অনুযায়ী না হাঁটলে হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। পুরো গুহাটি প্রদক্ষিন করতে বেশ সময় লাগল। গুহার ভিতর গা ছমছমে পরিবেশ, আলোর ব্যবস্থা কিছু জায়গায় করা থাকলেও তা সব জায়গায় নেই। সেখানে মোবাইলের টর্চ ভরসা। চুনাপাথরের এই প্রাকৃতিক গুহা কালে কালে পরিবর্তিত হয়ে গুহার দেওয়ালে নানান আকার আকৃতির শিল্প গড়ে তুলেছে। এই গুহা বোরা কেভস্ এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এর পথ অনেকটা লম্বা হলেও পর্যটকদের জন্য ১৫০ মিটার মত ঘোরাঘুরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চড়াই , উৎরাই পার হয়ে, কোথাও হামাগুরি দিয়ে, কোথাও লাফ মেরে আমরা গুহা দেখা শেষ করলাম। এখানে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হল যা সারাজীবন মনে থাকবে। শুধু কেভস্ নয় এখানকার ঘন সবুজ বন দেখে মন ভরে যায়। অজানা, অচেনা সবুজ জঙ্গলের মাঝে সরু পথে হাঁটার সময় গা ছম্ ছম্ করে, এখানে দুপুর বেলাতেও সূর্যের আলো জঙ্গলে প্রবেশের অধিকার পায় না। বাইরে একটি 'স্পেশাল খাসি ডিস' এর রেস্তোরা , কিন্তু চেখে দেখার সময় নেই, তাই আবার গাড়ীতে।

মেঘালয় যদিও জলপ্রপাতের রাজ্য, তবুও নোহকালিকাই ফলস্ না দেখলে আফসোস্ করতে হবে। আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছালাম তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে গেছে। এই জলপ্রপাতের গেটেও দু একটি দোকান রয়েছে, বিক্রেতাদের বয়স ছয় বছরের বেশী নয়। আনারস, দারুচিনি ও নানান আচারের পসরা সাজিয়ে বসে আছে ক্রেতার অ পেক্ষায়। একটি সুন্দর ভিউ পয়েন্ট আছে, সেখান থেকেই দেখা যায় এশিয়ার দ্বিতীয় ও বিশ্বের চতুর্থ উচ্চতম এই জলপ্রপাতটিকে। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। পাহাড় , গিরিখাত দিয়ে সাজানো অমল প্রকৃতি। সবুজ পাহাড়ের গা ভেদ করে দিব্যি এগিয়ে আসছিল এই জলধারা, হঠাৎ পাহাড় শেষ। ঠিক তখনই ছন্দপতন। লালচে পাথরের গা বেয়ে ৩৪০ মিটার উপর থেকে ঝাপিয়ে পড়ছে এই জলধারা। দূর থেকে দেখে যেন ছবির মত মনে হচ্ছিল এই জলপ্রপাতকে। সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল চেরাপুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশনে এসে। সূর্য পশ্চিম আকাশে একেবারে হেলে পড়েছে। পড়ন্ত সূর্যের নরম আলোয় রামকৃষ্ণ মিশনকে অপরূপ দেখাচ্ছে। এত বড় ও সুন্দর মিশন চেরাপুঞ্জিতে এসে দেখতে পাব ভাবতে পারিনি। পড়ন্ত বেলায় এখানকার সংগ্রহশালা দর্শন করে নিলাম। উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষদের জীবনযাত্রা ও তাদের সংস্কৃতিকে নিয়ে এই সংগ্রহশালা তৈরী হয়েছে। এখানকার মানুষদের সম্বন্ধে জানতে পেরে আমাদের বেড়ানোর তৃপ্তি আরো কয়েক গুন বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে সূর্য মিশনের পশ্চিম পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম নিতে গেল। আমরাও পা বাড়ালাম গাড়ীর দিকে।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে ট্রেনে গুয়াহাটি। আকাশ পথে গেলে গুয়াহাটি বা শিলং। গুয়াহাটি থেকে গাড়ীতে শিলং ১০৩ কিমি । কলকাতা থেকে গুয়াহাটি ১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ১৫৬৫৯ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেসে যাওয়া যেতে পারে। হাতে সময় কম থাকলে আকাশপথে যেতে পারেন।

কখন যাবেন: মাঝখানে কিছুদিনের প্রবল শীত এড়িয়ে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস। মেঘবৃষ্টির খেলা দেখতে হলে বর্ষায় আসতে হবে।

কেনা কাটা: বেত ও কাঠের নানান শৌখিন দ্রব্য, গরম বস্ত্র, মধু, লেবু, গোলমরিচ ইত্যাদি।

চেরো রাজবংশের পালামু দুর্গ

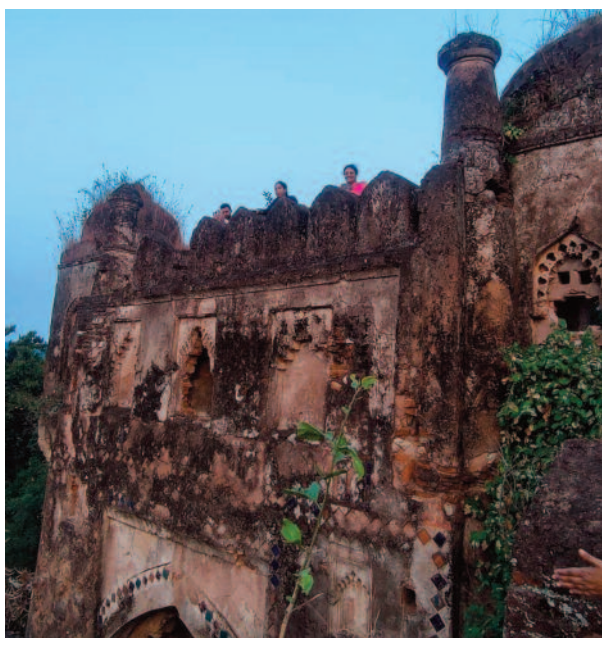

জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় বহু বিদেশী শাসক এসে বহুদিন আমাদের দেশকে শাসন করে গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন ছিলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত । ঐসব অঞ্চল শাসন করতো বিভিন্ন রাজা বা জমিদারেরা। ভারতকে একটা বড় সময় ধরে শাসন করে গেছে মুঘলরা । তাদের শাসন কালে তৈরী হয়েছিল বহু রাজপ্রাসাদ এবং বহু কারুকার্য শোভিত স্থাপত্য । সেই সব রাজ প্রাসাদ এবং স্থাপত্য এখন ভারতের পর্যটন মান চিত্রে স্থান করে নিয়েছে । যেমন আগ্রা ফোর্ট, দিল্লির লালকেল্লা, তাজমহল ইত্যাদি পর্যটক পিপাসুদের খুবই পরিচিত । কিন্তু তার বাইরেও আছে অনেক ছোটো ছোটো রাজাদের রাজ প্রাসাদ, যা হয়তো সেভাবে প্রচারের আলোয় আসেনি। তেমনই একটি পর্যটন স্থান হলো পালামু দুর্গ । এখানে দুটি ভগ্ন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনো ক্ষুচেরোক্ষু রাজ বংশের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। এটি বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের লাতাহার জেলায় ঔরঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে দুটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো চেরো রাজবংশের সাক্ষ্য বহন করে। দুটি দুর্গের মধ্যে একটি ঘন জঙ্গলে ঘেরা সমতলে অবস্থিত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এই দুর্গের তিনটি বড় গেট ছিলো, যা রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখতো। আর একটি দুর্গ তৈরী হয়েছিল পাহাড়ের উপরে । এই পুরানো কেল্লা চেরো রাজবংশের আগে রাকসেল রাজবংশের রাজা তৈরী করেছিলো। এর পাশেই পাহাড়ের উপরে রাজা মেদিনী রাই তৈরী করেছিলো নতুন একটি কেল্লা । রাজপুত এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত তারা রাজত্ব করেছিলো । এই ফোর্টেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তিরোহার রাজা নারায়ণ পেশোয়া এবং রাজা হর্য

দুবেকে বন্দী করে রেখেছিলো।

সেই চেরো রাজবংশের দুর্গগুলি এখন পরিত্যক্ত হয়ে পরে আছে। এর রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ঝাড়খণ্ড সরকার। ভগ্ন ফোর্টের বাইরে একটি সাইনবোর্ড লাগানো আছে, যাতে এই রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে ।

ঝাড়খন্ডের বেতলা জাতীয় উদ্দান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে এই চেরো সাম্রাজ্যের দুটি কেল্লার ভগ্নাবশেষ অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। যাদের ইতিহাসের প্রতি অনিসন্ধিৎসু মন আছে , তারা ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের কিছু স্মৃতি চাক্ষুষ করতে পারে এই চেরো রাজবংশের পালামু রাজবংশের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

পালামু জেলার বেতলা জাতীয় উদ্দানের গভীর অরণ্যে রয়েছে এই পুরাতন দুর্গটি ।

কি করে আসবেন

হাওড়া থেকে ট্রেনে ডালটনগঞ্জ । সময় লাগবে প্রায় সাত ঘন্টা। সেখান থেকে লোকাল ট্র্যানস্পোর্ট করে পালমু ফোর্ট। ডালটন গঞ্জ থেকে পালামু ফোর্টের দূরত্ব ২০ মাইল। প্রাইভেট বাস, গাড়ী ভাড়া করে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় পালামু দুর্গে।

থাকার ব্যবস্থা

ডালটন গঞ্জে আছে অনেক হোটেল। এছাড়া বেতলা জাতীয় উদ্দান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে এই দুর্গ। বেতলায় আছে ঝাড়খণ্ড সরকারের পর্যটন দপ্তরের রিসর্ট। আগে বুক করে যাওয়া ভালো। ভাড়া মোটামুটি ডাবল বেড ২০০০/- টাকা প্রতিদিন।